শক্তিশালী ভূমিকম্পে কাঁপল চিন, নিহত কমপক্ষে ১১১

● ● ● ●

সারে-জমিন

টেটের তারিখ বদলের আর্জি খারিজ কোর্টে

রূপসী বাংলা

২০২৪-এর লড়াই শেষ হয়ে যায়নি

সম্পাদকীয়

চিল্কিগড়-চাকুলিয়া রাস্তার বেহাল দশা

সাধারণ

আইপিএল নিলামে সবচেয়ে দামি পাঁচ ক্রিকেটার

● ● ● ●

খেলতে খেলতে

আপনজন

APONZONE
Bengali Daily

ইনসাফের পক্ষে নির্ভীক কণ্ঠস্বর

বুধবার
২০ ডিসেম্বর, ২০২৩
৩ পৌষ ১৪৩০
৬ জমাদিউস সানি, ১৪৪৫ হিজরি
সম্পাদক
জাইদুল হক

Vol.: 18 ■ Issue: 342 ■ Daily APONZONE ■ 20 December 2023 ■ Wednesday ■ Kolkata ■ RNI: WBBEN/2004/14450 ■ Price: Rs. 5.00 ■ Pages: 6 ■ www.aponzonepatrika.com/epaper.php

প্রথম নজর

পাঁচ বছরে প্রিন্ট মিডিয়ায় প্রচারে কেন্দ্রের খরচ ৯৬৭ কোটি টাকা

আপনজন ডেস্ক: মঙ্গলবার কেন্দ্রীয় সরকার জানিয়েছে, ২০১৯-২০ থেকে ২০২৩-২৪ সালের মধ্যে প্রিন্ট মিডিয়ায় প্রকল্পগুলির প্রচারের জন্য কেন্দ্রীয় যোগাযোগ ব্যুরোর মাধ্যমে ৯৬৭.৪৬ কোটি টাকা ব্যয় করা হয়েছে। লোকসভায় একটি লিখিত উত্তরে কেন্দ্রীয় তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রী অনুরাগ ঠাকুর বলেন, কেন্দ্রীয় যোগাযোগ ব্যুরো (সিবিসি) প্রিন্ট মিডিয়া বিজ্ঞাপন নীতি, ২০২০ অনুসারে প্রিন্ট মিডিয়ার মাধ্যমে সচেতনতা-প্রচার করে থাকে। ২০১৯-২০ থেকে ২০২৩-২৪ (১২.১২.২০২৩ পর্যন্ত) পর্যন্ত প্রিন্ট মিডিয়ার মাধ্যমে ভারত সরকারের প্রকল্প ও কর্মসূচি সম্পর্কে সচেতনতা ও প্রচার অভিযানে তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রকের অধীন সিবিসি যে ব্যয় করেছে তার মোট পরিমাণ হল ৯৬৭.৪৬ কোটি টাকা।

মন্ত্রী জানান, ২০১৯ সালের ৩১ মার্চ পর্যন্ত সংবাদপত্রসহ ১ লাখ ১৯ হাজার ৯৯৫টি সাময়িকী রেজিস্ট্রার অব নিউজপেপারস ফর ইন্ডিয়ার (আরএনআই) নিবন্ধিত হয়েছে।

তিনি আরও বলেন, ২০২০ সালে এই সংখ্যা ছিল ১,৪৩,৪২৩, ২০২১ সালে ১,৪৪,৫২০, ২০২২ সালে ১,৪৬,০৪৫ এবং ২০২৩ সালে ১,৪৮,৩৬৩।

বিরোধী জোটের বৈঠকে মমতা ও কেজরিওয়ালের প্রস্তাব

‘ইন্ডিয়া’-র প্রধানমন্ত্রীর মুখ খাড়গে

আপনজন ডেস্ক: মঙ্গলবার পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এবং দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী অরবিন্দ কেজরিওয়াল বিরোধী জোট ইন্ডিয়া-র পক্ষে দেশের প্রধানমন্ত্রী পদপ্রার্থী হিসেবে কংগ্রেস সভাপতি মল্লিকার্জুন খাড়গের নাম প্রস্তাব করেছেন।

বৈঠকের পর এমডিএমকে (মরুমালারচি দ্রাবিড় মুনেত্র কাজগাম) সাংসদ ভাইকো এই তথ্য জানিয়েছেন। তবে প্রবীণ কংগ্রেস নেতা বলেছেন, প্রথমে জেতা গুরুত্বপূর্ণ এবং বাকি সবকিছু পরে সিদ্ধান্ত নেওয়া যেতে পারে।

উল্লেখ্য, ভাইকো বলেন, খাড়গের নাম মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ও কেজরিওয়াল প্রস্তাব করেছিলেন, তবে নাম প্রকাশ না করার শর্তে অন্য নেতারা বলেছিলেন যে বৈঠকে এই বিষয়ে কোনও চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত হয়নি।

সূত্রের খবর, জানুয়ারির দ্বিতীয় সপ্তাহের মধ্যে আসন ভাগাভাগি চূড়ান্ত করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে ভারতীয় জোটের দলগুলি। দিল্লির অশোকা হোটেলে ইন্ডিয়া জোটের নেতাদের চতুর্থ বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন কংগ্রেস নেত্রী সোনিয়া গান্ধি, রাহুল গান্ধি এবং দলের সভাপতি মল্লিকার্জুন খাড়গে, এসপি নেতা অখিলেশ যাদব, দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী অরবিন্দ কেজরিওয়াল, বিহারের মুখ্যমন্ত্রী নীতীশ কুমার, পাঞ্জাবের মুখ্যমন্ত্রী ভগবন্ত মান, এনসিপি সুপ্রিমো শরদ পাওয়ার, তামিলনাড়ুর মুখ্যমন্ত্রী এম কে স্ট্যালিন, ফারুক আবদুল্লাহ, ওমর আবদুল্লাহ, মেহবুবা মুফতি এবং আরএলডির জয়ন্ত চৌধুরী প্রমুখ।

২৮ জন বিরোধী নেতার উপস্থিতিতে দেশের প্রথম দলিত প্রধানমন্ত্রী হওয়ার জন্য প্রার্থী হিসাবে তাঁর নাম প্রস্তাব করার পরে খাড়গে বলেন, আমি নিপীড়িতদের জন্য কাজ করি। প্রথমে জিততে হবে, তারপর দেখব। আমি অন্যকিছু ভাবছি না’। তিনি বিরোধী জোটের প্রধানমন্ত্রী পদপ্রার্থী হতে পারেন কিনা জানতে চাইলে খাড়গে বলেন, প্রথমে আমাদের জিততে হবে এবং সংখ্যাগরিষ্ঠতা পেতে হবে, তারপর সাংসদরা গণতান্ত্রিকভাবে সিদ্ধান্ত নেবেন।

বিজেপি জোটের শীর্ষ নেতাদের বৈঠকের পর এক সংবাদ সম্মেলনে খাড়গে বলেন, ‘ভারতের সব দল সর্বসম্মতিক্রমে সিদ্ধান্ত নিয়েছে কীভাবে জোটকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া যায়। সারা দেশে একসঙ্গে অন্তত ৮-১০টি সভা করা হবে।

তিনি বলেন,‘জোটের সদস্যরা যদি একই মঞ্চে না আসেন, তাহলে জনগণ জোট সম্পর্কে জানতে পারবে না। এ ব্যাপারে সবাই এতে সম্মত হয়েছে।

কংগ্রেস সভাপতি বলেন, আসন ভাগাভাগি নিয়ে রাজ্য স্তরে আলোচনা হবে এবং যদি কোনও সমস্যা দেখা দেয় তবে ইন্ডিয়া নেতৃত্ব সেগুলি সমাধান করবে। তামিলনাড়ু, কেরালা, তেলেঙ্গানা, বিহার, উত্তরপ্রদেশ, পশ্চিমবাংলা, দিল্লি বা পাঞ্জাব যাই হোক না কেন, আসন ভাগাভাগি নিয়ে সমস্যার সমাধান করা হবে।

খাড়গে আরও বলেন, লোকসভা ও রাজ্যসভায় বিরোধী সাংসদদের সাসপেন্ড করার নিন্দা জানিয়ে ভারতীয় দলগুলি একটি প্রস্তাব পাস করেছে এবং ২২ ডিসেম্বর এই বিষয়ে প্রতিবাদ জানাবে।

তবে কংগ্রেস সভাপতি বলেছেন, সংখ্যাগরিষ্ঠতা আনতে বিরোধীরা প্রথমে একত্রিত হবে, যদিও তিনি প্রস্তাবটি নিশ্চিত বা প্রত্যাখ্যান করেননি।

এদিন মূলত পাঁচটি বিষয় নিয়ে আলোচনা হয়। সেগুলি হল,আসন ভাগাভাগির সূত্র চূড়ান্ত করা। ২০২৪ সালের লোকসভা নির্বাচন সংক্রান্ত আসন ভাগাভাগির বিষয়টি বৈঠকে আলোচনার কেন্দ্রবিন্দু ছিল। বিজেপির বিরুদ্ধে ৪০০টি আসনে সাধারণ প্রার্থী দেওয়ার লক্ষ্য নিয়ে আলোচনা হয়েছিল। একই সময়ে, কংগ্রেস ২৭৫ থেকে ৩০০ আসনে প্রার্থী দেওয়ার চেষ্টা করছে। দলটি অন্য দলকে মাত্র ২০০-২৫০ আসন দেওয়ার পক্ষে। সমন্বয়ক কে হবেন? বৈঠকে ‘ইন্ডিয়া’-র সমন্বয়কের নাম নিয়ে আলোচনা হয়েছে। এর জন্য উদ্ধব ঠাকরে, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়, নীতীশ কুমারের নাম বিবেচনা করা যেতে পারে। বিকল্প এজেন্ডা এবং ইস্যুগুলি কী হবে তা নিয়ে আলোচনা হয়। বৈঠকে একটি পরিকল্পনা নেওয়া হয় বিজেপির সনাতন এবং গেরুয়া পন্থীদের মতো ইস্যুগুলির প্রতিক্রিয়া হিসাবে, কোন বিষয়ে তাদের মোকাবিলা হবে। মোদি ও বিজেপির বিরোধিতা ছাড়াও দেশের জন্য ‘ইন্ডিয়া’-র কী পরিকল্পনা রয়েছে, তা নিয়েও আলোচনা হয়েছিল। নির্বাচন প্রচার ও ব্যবস্থাপনা নিয়েও কথা হয়। ‘ইন্ডিয়া’ নেতারা প্রার্থী চূড়ান্ত হওয়ার পর লোকসভা নির্বাচনের জন্য কীভাবে একজোটে প্রচার করা হবে তা নিয়ে আলোচনা হয়। কোথায়, কত জনসভা হবে এবং কারা থাকবেন তারকা প্রচারক, নির্বাচনী প্রচারণা কীভাবে ব্র্যান্ডেড হবে এবং এর জন্য কোন সংস্থার সাহায্য নেওয়া যেতে পারে তা নিয়ে নানা মত শোনা হয়।

সভা থেকে সংসদ সদস্যদের বরখাস্তের বিষয়ও উঠে আসে আলোচনায়। লোকসভা এবং রাজ্যসভা থেকে ১৪১ জন সাংসদকে সাসপেন্ড করার বিষয়ে বৈঠকে আলোচনা হয়েছে। সাংসদদের বরখাস্তের নিন্দা করেছে বিরোধী দলগুলো।

এদিন সাংবাদিকদের সঙ্গে কথা বলতে গিয়ে কেজরিওয়াল বলেন, বিরোধী দলের বৈঠক ভালোই হয়েছে এবং নির্বাচনী প্রচার ও আসন ভাগাভাগি নিয়ে আলোচনা হয়েছে। বিশেষ করে সাম্প্রতিক বিধানসভা নির্বাচনে কংগ্রেসের পরাজয়ের পর বিজেপিকে মোকাবেলা করাই এই জোটের লক্ষ্য। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় আস্থা প্রকাশ করেছেন যে আসন ভাগাভাগি সহ সমস্ত মতবিরোধ দূর করা হবে এবং পশ্চিমবঙ্গে তৃণমূল, কংগ্রেস এবং বামপন্থীদের মধ্যে ত্রিমুখী জোট সম্ভব।

জোটের প্রথম বৈঠক ২৩ জুন পাটনায়, দ্বিতীয় বৈঠক ১৭ ও ১৮ জুলাই বেঙ্গালুরুতে এবং তৃতীয় বৈঠক ৩১ আগস্ট ও ১ সেপ্টেম্বর মুম্বাইয়ে অনুষ্ঠিত হয়।

এর আগে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় আস্থা প্রকাশ করেছিলেন যে জোটের সদস্যরা আসন ভাগাভাগি সহ সমস্ত মতবিরোধ দূর করবেন। নয়াদিল্লিতে সাংবাদিকদের তিনি বলেন, পশ্চিমবঙ্গে তৃণমূল, কংগ্রেস এবং বামপন্থীদের মধ্যে ত্রিমুখী জোট “খুব সম্ভব”।

সোমবার জাতীয় রাজধানীতে পৌঁছানোর পর মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সাংবাদিকদের বলেছিলেন যে জোটের প্রধানমন্ত্রী পদপ্রার্থীর বিষয়ে কোনও সিদ্ধান্ত নির্বাচনের পরে নেওয়া হবে।

মমতা বলেন, যখন অনেক রাজনৈতিক দল একত্রিত হয়, তখন এটি একটি গণতন্ত্র, বিভিন্ন রাজ্য, ভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গি এবং ভিন্ন মতামতের সাথে, কিন্তু শেষ পর্যন্ত ভারত এমন একটি প্ল্যাটফর্ম যেখানে আমরা একসাথে লড়াই করছি। তিনি বলেন, বিজেপির কোনও মিত্র নেই। এনডিএ শেষ। আমরা সেরকম নই।

আরও ৪৯জন সাংসদ সাসপেন্ড

DEMOCRACY UNDER SIEGE, WE WON'T BE CAGED! WHY PM & HM IS SILENT?

আপনজন ডেস্ক: সংসদের দুই কক্ষ থেকে গণহারে বিরোধীদের বহিষ্কারের ধারা মঙ্গলবারও অব্যাহত ছিল। গত সপ্তাহে সাময়িক বহিষ্কার করা হয়েছিল ১৪ বিরোধী সদস্যকে। গতকাল সোমবার সংখ্যাটা রেকর্ড পরিমাণে বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়ায় ৭৮-এ।

মঙ্গলবার লোকসভা ও রাজ্যসভা থেকে সাময়িক বহিষ্কার করা হয়েছে আরও ৪৯ সদস্যকে। সব মিলিয়ে সংসদের শীতকালীন অধিবেশনে ১৪১ বিরোধী সদস্যকে দুই কক্ষ থেকে সাময়িকভাবে বহিষ্কার করা হলো।

বিরোধীদের অভিযোগ, সরকার সংসদকে এভাবে বিরোধীমুক্ত করে তুলতে চাইছে, যাতে বিতর্কিত সব বিল বিনা বাধায় ও বিনা আলোচনায় পাস করানো যায়।

স্বাধীন ভারতের সংসদীয় ইতিহাসে অতীতে কখনো এত বিপুল সংখ্যক বিরোধী সদস্যদের বহিষ্কার করা হয়নি। ১৯৮৯ সালের ১৫ মার্চ লোকসভায় ঠক্কর কমিশনের প্রতিবেদন পেশ করার দাবিতে বিরোধীরা সরব হলে লোকসভা থেকে ৬৩ সদস্যকে তিন দিনের জন্য সাময়িক বহিষ্কার করা হয়েছিল। সেই সময় রাজীব গান্ধী ছিলেন প্রধানমন্ত্রী। ঠক্কর কমিশন গঠিত হয়েছিল ইন্দিরা গান্ধীর হত্যা তদন্তের জন্য। বিরোধীদের ধারণা ছিল, কমিশনের প্রতিবেদনে ইন্দিরার সহকারী রাজেন্দ্র কুমার ধাওয়ানের যোগসাজশের উল্লেখ আছে। তাঁরা দাবি জানাচ্ছিলেন, সভায় সেই প্রতিবেদন পেশ করা হোক। এযাবৎ সেটাই ছিল সবচেয়ে বড় নিদর্শন। কিন্তু ১৩ ডিসেম্বর সংসদে হামলাকে কেন্দ্র করে এবার যা ঘটছে তা অভূতপূর্ব ও অদৃশ্যপূর্ব। সেই হামলা নিয়ে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি কিংবা স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ আজ পর্যন্ত সংসদের কোনো কক্ষে বিবৃতি দেননি। বিরোধীরা দাবি জানিয়ে আসছেন, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী সভায় আসুন। বিবৃতি দিন। হামলার দায় গ্রহণ করুন। অথচ লোকসভার স্পিকার কিংবা রাজ্যসভার চেয়ারম্যান কেউই সেই দাবিকে আমল দিচ্ছেন না। বিরোধীদের আরও ক্ষোভ এই কারণে, সংসদ চলা সত্ত্বেও প্রধানমন্ত্রী ও স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী ওই ঘটনা নিয়ে সংবাদপত্রে সাক্ষাৎকার দিচ্ছেন। কিন্তু সংসদে কিছু বলছেন না। এর মধ্য দিয়ে তাঁরা সংসদের গরিমায় আঘাত করছেন। সম্মানহানি করছেন। সংসদ সদস্যদের অধিকারও হরণ করছেন। ক্ষুব্ধ সংসদ সদস্যদের প্রশমিত করে সভা চালাতে ব্যর্থ দুই সভাধ্যক্ষ দফায় দফায় বিরোধীদের বহিষ্কারের সিদ্ধান্ত নেন। বহিষ্কারের প্রতিবাদে বিরোধী দলের সাংসদরা সংসদের বাইরে বিক্ষোভ দেখান এদিনও।

ফাইজানের মৃত্যুর সিট তদন্তে চরম অসন্তুষ্ট কলকাতা হাইকোর্ট

আপনজন ডেস্ক: আইআইটি খড়্গপুরের মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের তৃতীয় বর্ষের ছাত্র ফাইজান আহমেদের মৃত্যুর ঘটনায় হাইকোর্ট নিযুক্ত স্পেশাল ইনভেস্টিগেশন টিম (এসআইটি) যেভাবে জিজ্ঞাসাবাদ করেছে, তাতে চরম অসন্তোষ প্রকাশ করেছে কলকাতা হাইকোর্ট।

হাইকোর্ট বলেছে, ফয়জানকে হত্যার দিন বা দ্বিতীয় ময়নাতদন্তে ফাইজানকে হত্যা করা হয়েছে বলে ইঙ্গিত পাওয়ায় এসআইটি তাদের কিছু জিজ্ঞেস করেনি। হাইকোর্ট এসআইটিকে ৬ ফেব্রুয়ারির মধ্যে তদন্ত প্রতিবেদন জমা দিতে বলেছে।

রাজ্যের পক্ষে কৌঁসুলি সুদ্ধদেব আদক হাইকোর্টকে জানান, ফাইজানকে মৃত অবস্থায় খুঁজে পাওয়ার আগে অন্যদের সঙ্গে তার হোয়াটসঅ্যাপ চ্যাট পুনরুদ্ধার করতে চণ্ডীগড়ের সিএফএসএলকে অনুরোধ করেছিল এসআইটি।

রাজ্য সরকার আরও জানিয়েছে যে একটি ডিএনএ পরীক্ষার রিপোর্ট সিএফএসএল কলকাতার কাছে মুলতুবি রয়েছে। বিচারপতি জয় সেনগুপ্ত কলকাতার সিএফএসএল-এর প্রতি নির্দেশ দেন চণ্ডীগড়ের ডিরেক্টরদের পরীক্ষা গুলি ত্বরান্বিত করতে হবে এবং এক মাসের মধ্যে তাদের রিপোর্ট জমা দিতে হবে।

বিচারপতি সেনগুপ্ত আরও নির্দেশ দেন, তদন্ত সংস্থাকে পরবর্তী তারিখে তদন্তের অগ্রগতি সম্পর্কে একটি নতুন প্রতিবেদন দাখিল করতে হবে। সোমবার এসআইটি বিচারপতি সেনগুপ্তের কাছে একটি প্রতিবেদন জমা দেয় যা “সিলকরা কভারে” রাখা হয়েছিল। বিচারপতি সেনগুপ্ত বলেন, ছাত্রদের জিজ্ঞাসাবাদে প্রকৃত ঘটনা সম্পর্কে কিছুই জানা যায়নি। আদক যখন বলেছিলেন যে একজন ছাত্র এসআইটিকে বলেছে যে তিনি একটি অনলাইন পোর্টাল থেকে দুটি কন্টেইনার কিনেছিলেন, তখন ফয়জানের বাবা-মায়ের আইনজীবী আর চ্যাটার্জি যুক্তি দিয়েছিলেন যে এই ছাত্রটি নিজেই হাসপাতালে ভর্তি হয়েছিল এবং অন্যদের কেউই এটি উল্লেখ করেনি।

ফয়জানের মা রেহানা বলেন, হাইকোর্টের ওপর আমাদের পূর্ণ আস্থা রয়েছে এবং আমরা বিশ্বাস করি অপরাধীরা তাদের প্রাপ্য শাস্তি পাবে।

উল্লেখ্য, গত বছরের ১৪ অক্টোবর আইআইটি খড়্গপুরের লালা লাজপত রায় হলের একটি ঘর থেকে ছাত্রের পচাগলা দেহ উদ্ধার হয়। এরপরেই ঘটনার তদন্ত শুরু করে খড়্গপুর টাউন থানার পুলিশ। ময়নাতদন্তের জন্য দেহ পাঠানো হয় মেদিনীপুর মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে। তারপরেই ছেলেকে খুনের অভিযোগ করেছিলেন পড়ুয়ার বাবা মা।

জ্ঞানবাপিতে ধর্মস্থান আইন প্রযোজ্য নয়, রায় এলাহাবাদ হাইকোর্টের

আপনজন ডেস্ক: উত্তরপ্রদেশের এলাহাবাদ হাইকোর্ট জ্ঞানবাপি মামলায় মসজিদ কর্তৃপক্ষ ও উত্তর প্রদেশ সুন্নি সেন্ট্রাল ওয়াকফ বোর্ডের রুজু করা সব আবেদন খারিজ করে দিল। মঙ্গলবার ওই সব দেওয়ানি মামলার আবেদন খারিজ করে বিচারপতি রোহিত রঞ্জন আগরওয়াল বলেন, মামলাগুলো রাষ্ট্রীয় স্বার্থসংবলিত বিষয়।

বারানসির কাশী বিশ্বনাথ মন্দির লাগোয়া জ্ঞানবাপি মসজিদ হিন্দুদের মন্দির ভেঙে তৈরি বলে হিন্দু সম্প্রদায়ের একাংশের দাবি। সেই দাবি আদায়ে নিম্ন আদালতে মামলাও করা হয়েছিল। এতে মসজিদের জায়গায় মন্দির প্রতিষ্ঠা ও পূজার অনুমতি চাওয়া হয়েছিল। পাল্টা মামলা করা হয় মসজিদ কর্তৃপক্ষের তরফে।

তাদের দাবি ছিল, ১৯৯১ সালে কেন্দ্রীয় ধর্মস্থান আইন অনুযায়ী ওই মামলা খারিজ করা হোক।

হাইকোর্ট সেই দাবি নাকচ করে জানিয়েছেন, ১৯৯১ সালে বারানসির নিম্ন আদালতে যে দেওয়ানি মামলা করা হয়েছিল, আগামী ছয় মাসের মধ্যে তার নিষ্পত্তি করতে হবে।

১৯৯১ সালে বিতর্কিত স্থলে ‘ভগবান আদি বিশ্বেশ্বর বিরাজমান’-এর পক্ষে এক আবেদনে পূজার অনুমতি চেয়ে বারানসি নিম্ন আদালতে মামলা করা হয়। সেই মামলা চ্যালেঞ্জ করে মসজিদ কর্তৃপক্ষ ও সুন্নি ওয়াকফ বোর্ড। তাদের দাবি ছিল, ওই মামলা ১৯৯১ সালের ধর্মস্থান আইনের পরিপন্থী।

ওই আইনে বলা আছে, ১৯৪৭ সালের ১৫ আগস্ট দেশের ধর্মীয় উপাসনালয়গুলোর চরিত্র যেমন ছিল, তার বদল ঘটানো যাবে না। ওই আইনে একমাত্র ব্যতিক্রম ছিল অযোধ্যার বিতর্কিত রাম জন্মভূমি–বাবরি মসজিদ, যেহেতু সেই সময় সেই বিবাদ ছিল সুপ্রিম কোর্টের বিচারাধীন। হিন্দু মামলাকারীদের যুক্তি ছিল, জ্ঞানবাপি বিতর্ক স্বাধীনতার আগে থেকেই চলছে। তাই ১৯৯১ সালের কেন্দ্রীয় আইনের আওতায় পড়ে না।

বিচারপতি রোহিত রঞ্জন আগরওয়াল মঙ্গলবার তাঁর রায়ে বলেন, ১৯৯১ সালে করা মামলাটি ওই বছর প্রণীত কেন্দ্রীয় আইনের আওতাভুক্ত নয়। তাই মামলাটি বিচারযোগ্য। বিতর্কিত মসজিদের একটি মাত্র ধর্মীয় চরিত্র থাকতে হবে–হয় মুসলমান, নয় হিন্দু। জরিপের কারণে জ্ঞানবাপি মসজিদ বিতর্ক ইদানীং বহুল আলোচিত। ধর্মপ্রাণ হিন্দুদের পক্ষ থেকে একাধিক মামলায় মসজিদ জরিপের দাবি জানানো হয়েছিল। আবেদনকারীদের দাবি, মন্দির ভেঙে যে মসজিদটা গড়া হয়েছিল, তার বহু প্রমাণ সেখানে রয়েছে। মসজিদের দেয়ালে হিন্দু দেবীর মূর্তি রয়েছে। মসজিদ কর্তৃপক্ষ যাকে অজুর জন্য ফোয়ারা বলে দাবি করেছে, হিন্দুদের দাবি সেটা আসলে শিবলিঙ্গ। সে জন্য নিম্ন আদালত মসজিদ চত্বর জরিপেরও নির্দেশ দিয়েছিল। ওজুখানার ফোয়ারার কার্বন ডেটিং করে তার বয়স নির্ধারণের দাবিও জানানো হয়েছিল। তারও দায়িত্বে ছিল আর্কিওলজিক্যাল সার্ভে অব ইন্ডিয়া (এএসআই)।

উল্লেখ্য, গত সোমবার এএসআই তার প্রতিবেদন সিল করা খামে আদালতে পেশ করে। তার এক দিন পরেই আজ মঙ্গলবার এল এলাহাবাদ হাইকোর্টের রায়।

ভারতের হিন্দুত্ববাদী রাজনীতির রমরমার সময় এ রায় বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ।

বিশেষ করে ২২ জানুয়ারি যখন অযোধ্যায় রামমন্দিরের উদ্বোধন উপলক্ষে দেশজুড়ে সাজো সাজো রব উঠে গেছে। রাষ্ট্রীয় স্বয়ং সেবক সংঘ, বিশ্ব হিন্দু পরিষদসহ বিভিন্ন হিন্দুত্ববাদী সংগঠন বহুকাল ধরেই অযোধ্যা, কাশী ও মথুরার ‘মুক্তি’র দাবিতে আন্দোলন করে চলেছে।

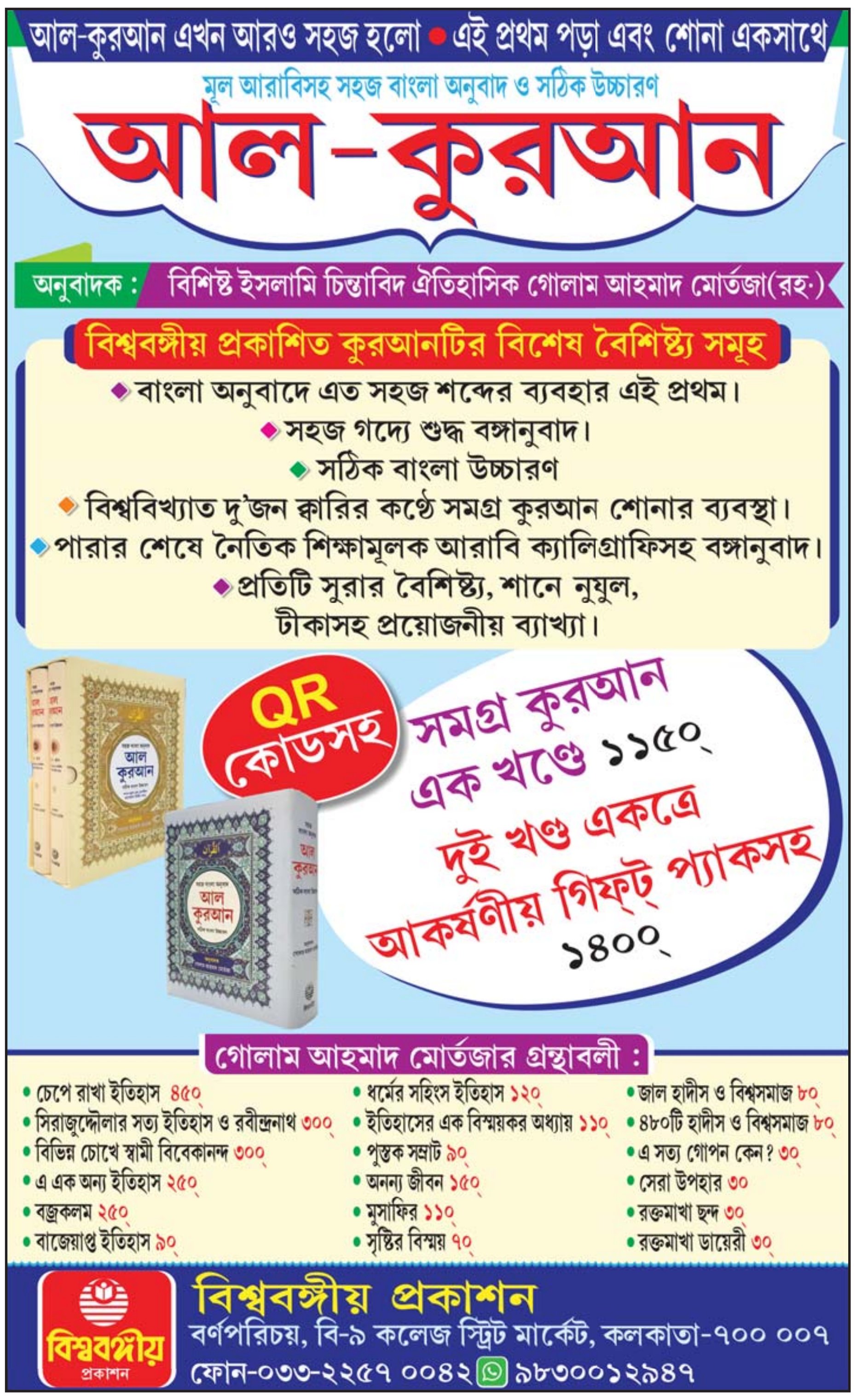

আল-কুরআন এখন আরও সহজ হলো ● এই প্রথম পড়া এবং শোনা একসাথে

মূল আরাবিসহ সহজ বাংলা অনুবাদ ও সঠিক উচ্চারণ

আল-কুরআন

অনুবাদক : বিশিষ্ট ইসলামি চিন্তাবিদ ঐতিহাসিক গোলাম আহমাদ মোর্তজা(রহ·)

বিশ্ববঙ্গীয় প্রকাশিত কুরআনটির বিশেষ বৈশিষ্ট্য সমূহ

◆ বাংলা অনুবাদে এত সহজ শব্দের ব্যবহার এই প্রথম।
◆ সহজ গদ্যে শুদ্ধ বঙ্গানুবাদ।
◆ সঠিক বাংলা উচ্চারণ
◆ বিশ্ববিখ্যাত দু'জন ক্বারির কণ্ঠে সমগ্র কুরআন শোনার ব্যবস্থা।
◆ পারার শেষে নৈতিক শিক্ষামূলক আরাবি ক্যালিগ্রাফিসহ বঙ্গানুবাদ।
◆ প্রতিটি সুরার বৈশিষ্ট্য, শানে নুযুল, টীকাসহ প্রয়োজনীয় ব্যাখ্যা।

QR কোডসহ

সমগ্র কুরআন এক খণ্ডে ১১৫০৲

দুই খণ্ড একত্রে আকর্ষণীয় গিফ্‌ট্ প্যাকসহ ১৪০০৲

গোলাম আহমাদ মোর্তজার গ্রন্থাবলী :

- চেপে রাখা ইতিহাস ৪৫০৲
- সিরাজুদ্দৌলার সত্য ইতিহাস ও রবীন্দ্রনাথ ৩০০৲
- বিভিন্ন চোখে স্বামী বিবেকানন্দ ৩০০৲
- এ এক অন্য ইতিহাস ২৫০৲
- বজ্রকলম ২৫০৲
- বাজেয়াপ্ত ইতিহাস ৯০৲
- ধর্মের সহিংস ইতিহাস ১২০৲
- ইতিহাসের এক বিস্ময়কর অধ্যায় ১১০৲
- পুস্তক সম্রাট ৯০৲
- অনন্য জীবন ১৫০৲
- মুসাফির ১১০৲
- সৃষ্টির বিস্ময় ৭০৲
- জাল হাদীস ও বিশ্বসমাজ ৮০৲
- ৪৮০টি হাদীস ও বিশ্বসমাজ ৮০৲
- এ সত্য গোপন কেন? ৩০৲
- সেরা উপহার ৩০
- রক্তমাখা ছন্দ ৩০৲
- রক্তমাখা ডায়েরী ৩০৲

বিশ্ববঙ্গীয় প্রকাশন
বর্ণপরিচয়, বি-৯ কলেজ স্ট্রিট মার্কেট, কলকাতা-৭০০ ০০৭
ফোন-০৩৩-২২৫৭ ০০৪২ ৯৮৩০০১২৯৪৭

প্রথম নজর

লুপ্তপ্রায় শকুন উদ্ধার হল কোচবিহারে

নিজস্ব প্রতিবেদক ● কোচবিহার

আপনজন: কোচবিহার জেলার সুকটাবাড়ি এলাকায় একটি লুপ্তপ্রায় শকুন উদ্ধার হয়েছে। আজকে কয়েকজন শিশু সুখটা বাড়ি গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার কলাবাড়ি ঘাট গ্রামে মাঠে খেলতে গিয়ে একটি অসুস্থ শকুন দেখতে পায়। শকুন দেখতে পাওয়ার খবর শুনে এলাকার সমাজ সচেতন বাসিন্দা কাওসার আলম ব্যাপারী উপস্থিত হয়ে শকুন টিকে উদ্ধার করে নিয়ে এসে বন দফতরে খবর দেয়। লুপ্তপ্রায় শকুনকে দেখতে এলাকায় ভিড় জমে। উঠতি যুবকদের অধিকাংশের কাছ থেকে শোনা যায় স্বচক্ষে এত কাছে থেকে জীবনে প্রথম তারা শকুন দেখলো। শকুন উদ্ধার হয়েছিল সকাল সাড়ে নয়টায় কাছাকাছি সময়ে। দুপুর ১২ কার সময় বন দফতরে কর্মীরা এসে শকুন টিকে নিয়ে যায়। এসময় সেই রাস্তা দিয়ে যাচ্ছিলেন বিশিষ্ট সমাজসেবক নূর ইসলাম। তিনি জানান, শকুন এখন আর দেখতে পাওয়াই যায় না , লুপ্তপ্রায় শকুনকে বাঁচাতে মানুষের মধ্যে সচেতনতা বৃদ্ধি করা দরকার।

পরপর পৃথক দুটি দুর্ঘটনায় ধূপগুড়িতে আহত ১১ জন

সাদ্দাম হোসেন ● জলপাইগুড়ি

আপনজন: পরপর পৃথক দুটি দুর্ঘটনায় ধূপগুড়িতে আহত হলেন ১১ জন। আহতদের প্রাথমিক চিকিৎসার পর ছাড়া হয় ধূপগুড়ি গ্রামীণ হাসপাতাল থেকে। ঘটনায় রীতিমতো চাঞ্চল্য ছড়াল ধূপগুড়িতে।জানা যায়, মঙ্গলবার বিকেল নাগাদ ধূপগুড়ি মোরঙ্গা চৌপতি এলাকায় অটো উল্টে আহত হন ৬ জন। অটোটি যাত্রী নিয়ে থেকে ধূপগুড়ির দিকে ফিরছিল ঠিক সেই সময় একটি ছোট গাড়িকে পাশ কাটাতে গিয়ে উল্টে যায়। সেই অটোতে দশ জন যাত্রী ছিলেন যার মধ্যে ৬ জন এই আহত হয়েছে। বিকট শব্দ শুনে আশেপাশের বাসিন্দারা ছুটে আসেন ঘটনাস্থলে। এরপর আহতদের উদ্ধার করে নিয়ে আসা হয় ধূপগুড়ি গ্রামীণ হাসপাতাল। সেখানে তাদের প্রাথমিক চিকিৎসা করার পর কর্তব্যরত চিকিৎসক তাদের ছেড়ে দেয়। অন্যদিকে সোমবার রাতেও ধূপগুড়িতে পথ দুর্ঘটনায় আহত হয়েছিলেন পাঁচজন। ঘটনা প্রসঙ্গে জানা গিয়েছে, দুটি বাইকের মুখোমুখি সংঘর্ষ হয়েছিলো। ঘটনায় আহত হয় পাঁচজন। সোমবার রাতে ঘটনাটি ঘটেছে উত্তর আলতাগ্রাম এলাকায়। এদিন একটি বাইকে তিনজন যুবক ও অপর বাইকে ছিলেন স্বামী ও স্ত্রী। উত্তর আলতাগ্রাম সংলগ্ন এলাকায় একটি মোড়ে দুটি বাইকের মুখোমুখি সংঘর্ষ হয়।

বিরোধী সাংসদদের সাসপেন্ড করার ঔদ্ধত্য মানুষ চায় না: মেয়র

পৌর প্রশাসনিক সভা
জনাব ফিরহাদ হাকিম
মহানাগরিক, কলকাতা

নিজস্ব প্রতিবেদক ● কলকাতা

আপনজন: মঙ্গলবার কলকাতা পুরসভার ৩ নম্বর বোরোতে তৃতীয় প্রশাসনিক বৈঠক করলেন মেয়র ফিরহাদ হাকিম। ওই বৈঠকে তিনি বলেন, এই অঞ্চলে জলের একটা সমস্যা আছে। আমার ধারণা ছিল যে বুস্টার পাম্পিং স্টেশন ছিল। সেক্ষেত্রে জলের সমস্যা হবে না। এই বোরোতে কাজ চলছে। মেয়র বলেন, প্রাকৃতিক সম্পদ আমরা নষ্ট করতে পারি না। ফাঁকা জায়গায় যদি কেউ নোংরা করে রাখে, তাহলে তাদের উপরে কলকাতা পৌর সংস্থার পক্ষ থেকে ব্যাবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

অন্যদিকে, সংসদে বিরোধী সদস্যদের সাসপেন্ড করে দেওয়া প্রসঙ্গে মেয়র বলেন, সবাইকে সাসপেন্ড করে দিক না। একা মোদি আর অমিত শাহকে রাখুক। এই ঔদ্ধত্য দেশের মানুষ চায় না। মানুষ ঠিক করবে, মোদীজি ঠিক করবেন না। তিনি যখন সংসদে ঢুকে ছিলেন তখন তিনি শপথ নিয়েছিলেন। সংসদের সামনে নকল সংসদ তৈরি করে সাংসদ কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের হাত-পা নাড়া প্রসঙ্গে মেয়র বলেন,এটা কোনো অপমান করার জন্য নয় । একটা মক সংসদ করা হয়। আমরা তো ইন্ডিয়াতে আছি। রাহুল গান্ধী আসবেই এটা কথা। ৩৪ বছরে ধার দেনা হয়েছে।

কিন্তু আমরা নিজেকে স্বয়ংসিদ্ধ বাংলা করেছি। তুমি বাংলা থেকে টাকা নেবে আর বাংলাকে টাকা দেবে না। এটা হতে পারে না বলে মেয়র কেন্দ্রের বিরুদ্ধে তোপ দাগেন।

কেন্দ্রের বিরুদ্ধে মেয়র বলেন, আসলে ওরা বাংলার বিরোধী। তারা সেন্ট্রাল এজেন্সি দিয়ে আমাদের হেনস্থা করার চেষ্টা করছে। দিল্লিতে কি পাঠিয়েছে আমার দেখার দরকার নেই। আগে আদালতে জমা দিন তার পরে কোর্ট ঠিক করবে।

অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রে নেই পরিশুদ্ধ পানীয় জল, নেই বিদ্যুতের লাইনও

দেবাশীষ পাল ● মালদা

আপনজন: রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে শিশুদের পুষ্টিকর খাবার পড়াশোনার জন্য রাজ্যের একাধিক জেলায় অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্র করা হয়েছে।

কিন্তু দেখা যাচ্ছে অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রে নেই পরিশুদ্ধ পানীয় জল নেই বিদ্যুতের লাইন চরম অবহেলার মধ্যেই শিশুদের দিন কাটছে ইংরেজবাজার ব্লকের কাজিগ্রাম পঞ্চায়েতের সাগরদিঘী এলাকার এই অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রটি। প্রায় ৫ থেকে ৬বছর আগে অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রটি করা হয়েছে এবং সেই সময় থেকেই জল এর ব্যবস্থা নেই নেই বিদ্যুৎ লাইন। ট্যাপ কল বসানো হয়েছে জল নেই অন্যদিকে ঘরে ফ্যান ও লাগানো হয়েছে কিন্তু ইলেকট্রিক নেই বারবার জেলা প্রশাসনকে কাছে এমনকি জনপ্রতিনিধির কাছে আবেদন জানিয়েছেন গ্রামবাসীরা তাতেও কোন কাজ হয়নি।

গ্রামবাসীদের অভিযোগ অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে বাচ্চাদের এখানে আনতে হয়। জল নেই পরের বাড়ি থেকে জল এনে রান্না করতে হয় পাশাপাশি মাঝেমধ্যেই সেন্টার বন্ধ থাকে, মঙ্গলবারেও আজকেও সেন্টার বন্ধ। পুষ্টিকর খাওয়ারও ঠিক মতন পাওয়া যায় না সহ একাধিক অভিযোগ।

মঙ্গলবার সকালে আইসিডিএস কেন্দ্রই থেকে ঘুরে যেতে হয় শিশুদের। কারণ সেন্টার বন্ধ। এদিকে সেন্টার বন্ধ রেখে আইসিডিএস কেন্দ্রের কর্মী বাড়িতে রয়েছেন। শিশুদের অভিভাবক অবিভাবিকাদের অভিযোগ তারা কিছুই জানেন না আর সেন্টার বন্ধ থাকবে শিশুদের খাওয়ার আনতে এসেই দেখেন সেন্টারে তালা বন্ধ অবস্থায়।যার ফলে আজকের দিনটাতে শিশুদের খাওয়ার তারা পাননি কার্য তো খালি হাতেই তাদের ফিরে যেতে হয়। এই বিষয়ে সাগরদিঘী আইসিডিএস কর্মী কে সেন্টার বন্ধ রাখার বিষয়ে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি শাফাই দিয়েছেন আজ তার দুয়ারে সরকারের ক্যাম্পে যেতে হবে পাশাপাশি সেন্টারের চাল ডাল নেই তাই তিনি সেন্টার খুলেননি। আর এখান থেকে উটছে প্রশ্ন । কেন শিশুরা খাওয়ার পুষ্টিকর খাবার পাচ্ছে না। যদিও এই বিষয়ে সাগরদিঘী আইসিডিএস কেন্দ্রের কর্মী মায়া মন্ডল তিনি জানিয়েছেন শিশুদের খাবারের জন্য চাল ডাল শেষ হয়ে গিয়েছে তার জন্যই সেন্টার খোলা হয়নি, । চাল ডাল না পাওয়া গেলে আগামীকালও সেন্টার বন্ধ থাকবে।

টেটের তারিখ বদলের আর্জি খারিজ কোর্টে

আপনজন ডেস্ক: ২৪ ডিসেম্বর ভগবদ গীতা পাঠ অনুষ্ঠানের সঙ্গে মিল রেখে পশ্চিমবঙ্গে শিক্ষক যোগ্যতা পরীক্ষার (টিইটি) তারিখ পরিবর্তনের জন্য বিজেপি সাংসদ দিলীপ ঘোষ ও অন্য এক ব্যক্তির আবেদন খারিজ করে দিল কলকাতা হাইকোর্ট।

শহরের কেন্দ্রস্থলে ব্রিগেড প্যারেড গ্রাউন্ডে ‘এক লক্ষ গীতা পাঠ’ শীর্ষক এই অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী উপস্থিত থাকবেন এবং এতে বিপুল সংখ্যক মানুষের সমাগম ঘটবে, ঘোষের আইনজীবী এবং এক পরীক্ষার্থী পরীক্ষার তারিখ পরিবর্তনের জন্য প্রার্থনা করেছেন। বিজেপি জানিয়েছে যে বেশ কয়েকটি ধর্মীয় গোষ্ঠী এই বিশাল অনুষ্ঠানের আয়োজন রে জন্য একত্রিত হয়েছে এবং এটি একটি অরাজনৈতিক কর্মসূচি হবে।

যে নির্দেশ চাওয়া হয়েছে তা মঞ্জুর করা যাবে না বলে জানিয়ে আদালত বলেছে, রাজ্য সরকার এবং কলকাতা পুলিশ নিশ্চিত করবে যে পরীক্ষার্থীরা যাতে পাঁচটি কেন্দ্রে পৌঁছতে কোনওভাবেই বিঘ্নিত না হয়। প্রধান বিচারপতি টি এস শিবজ্ঞানমের নেতৃত্বাধীন ডিভিশন বেঞ্চ জানিয়েছে, পরীক্ষার তারিখ ঠিক করার আগে পশ্চিমবঙ্গ প্রাথমিক শিক্ষা বোর্ড, শিক্ষাবিদ এবং প্রশাসনিক কর্তৃপক্ষকে সমস্ত বিষয় বিবেচনা করতে হবে।

বিচারপতি হিরন্ময় ভট্টাচার্যের সমন্বয়ে গঠিত বেঞ্চ রাজ্যের পরিবহণ বিভাগকে নির্দেশ দিয়েছে পরীক্ষার্থীদের প্রবেশপত্র দেখানোর পরে পর্যাপ্ত পরিবহণের ব্যবস্থা করতে। প্রার্থনার সাথে দুটি পিআইএল দায়ের করা হয়েছিল, একটি ঘোষ এবং অন্যটি একজন পরীক্ষার্থীর দ্বারা। এক আবেদনকারীর আইনজীবী জানান, এর আগে ১০ ডিসেম্বর টিইটি পরীক্ষা হওয়ার কথা ছিল, হঠাৎ করেই তা ২৪ ডিসেম্বর পর্যন্ত স্থগিত করা হয়, যখন ভগবদ গীতা পাঠ অনুষ্ঠান হওয়ার কথা ছিল। পরীক্ষার তারিখ পরিবর্তনের জন্য প্রার্থনা করে তিনি বলেন, গীতা পাঠ অনুষ্ঠানে বিপুল সংখ্যক লোক রে উপস্থিতির কারণে ট্র্যাফিক বিঘ্নিত হতে পারে, যার ফলে পরীক্ষার্থীদের সুবিধার উপর প্রভাব পড়তে পারে। পশ্চিমবঙ্গ প্রাথমিক শিক্ষা বোর্ডের আইনজীবী প্রধান বিচারপতির প্রশ্নের জবাবে জানান, পশ্চিমবঙ্গে ৭৭৩টি পরীক্ষা কেন্দ্র থাকবে, তবে কলকাতায় মাত্র পাঁচটি। আরও বলা হয়েছিল যে পাঁচটি কেন্দ্র ময়দান থেকে দূরে অবস্থিত, যেখানে গীতা পাঠের অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হবে।

দুয়ারে শিবিরে সামাজিক সমস্যা নিয়ে সচেতনতার বার্তা বারাসতে

শিশু পাচার বিলোপ সাধন
স্বাস্থ্যের অধিকার
বন্ধ হোক শিশু শ্রম
শিক্ষার অধিকার

এম মেহেদী সানি ● বারাসত

আপনজন: রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নির্দেশে ১৫ই ডিসেম্বর থেকে শুরু হয়েছে অষ্টম পর্যায়ে দুয়ারে সরকার। তারই অংশ হিসেবে মঙ্গলবার উত্তর ২৪ পরগনা জেলার বারাসত-১ ব্লকের দত্তপুকুর-২ গ্রাম পঞ্চায়েতের বুলবুল কমিউনিটি হলে অনুষ্ঠিত হলো দুয়ারে সরকার ক্যাম্প। কিছুটা হলেও অভিনবত্ব দেখা গেল এই ক্যাম্পে।

দুয়ারে সরকার ক্যাম্পে সরকারি পরিষেবার আবেদনের জন্য দত্তপুকুর-২ গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার কয়েক হাজার মানুষ উপস্থিত হয়েছিলেন আর সেই সুযোগকে কাজে লাগিয়ে এদিন বিভিন্ন সামাজিক সমস্যার সমাধানে বিভিন্নভাবে সচেতনতামূলক প্রচারের ব্যবস্থা করা হয়। এ দিন মডেলের সাহায্যে জলের অপচয় বন্ধ করার দৃশ্য ফুটিয়ে তোলা হয়, পাশাপাশি ছোট নাটিকার মাধ্যমে বাল্যবিবাহ দূরীকরণ, স্কুল ছুট রোধ করা, শিক্ষার অধিকার, স্বাস্থ্যের অধিকার, শিশুশ্রম রোধ, শিশু পাচার রোধ করার বিষয়ে সচেতনতামূলক বার্তা দেওয়া হয়। এতদিন রাজ্য সরকারের ৩৫ টি প্রকল্পের সুবিধা দুয়ারে সরকারের মাধ্যমে পাচ্ছিলেন রাজ্যের মানুষ। এরই সাথে এবার কৃষকদের জন্য হর্টিকালচার বিষয়ক প্রকল্প যোগ করা হয়েছে।

এদিন ক্যাম্প পরিদর্শনে এসে এমনটাই জানান বারাসাত-১ ব্লকের বিডিও রাজীব দত্ত চৌধুরী। ক্যাম্পে পরিদর্শনে আসেন বারাসাত-১ পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি হালিমা বিবি, সহ-সভাপতি গিয়াস উদ্দিন মন্ডল, জয়েন বিডিও অনির্বাণ ঘোষ প্রমুখ। উপস্থিত ছিলেন দত্তপুকুর-২ গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান রমা মিত্র ঘোষ, উপ-প্রধান মান্তু সাহা সহ পঞ্চায়েতের সমস্ত সদস্যরা । বারাসাত ১ নম্বর ব্লকের অন্তর্গত ৯টি গ্রাম পঞ্চায়েতের মধ্যে দত্তপুকুর-২ গ্রাম পঞ্চায়েত দুয়ারে সরকারের মাধ্যমে মানুষকে বিপুলভাবে পরিষেবা দেওয়ার মধ্য দিয়ে সাড়া ফেলেছে বলে জানান পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি হালিমা বিবি । এদিন তিনি রাজ্য সরকারের অন্যান্য প্রকল্পের পরিষেবা গুলোর কথা তুলে ধরেন । সহ-সভাপতি গিয়াস উদ্দিন মন্ডল বলেন, ‘মানবিক মুখ্যমন্ত্রীর উদ্যোগে দল-মত নির্বিশেষে আপামর সকল সাধারণ মানুষ দুয়ারে সরকারের মাধ্যমে উপকৃত হচ্ছেন ।’

দুয়ারে সরকার ক্যাম্প পরিদর্শন করে এদিন বিডিও, সভাপতি, সহ-সভাপতিদের একটি প্রতিনিধি দল দত্তপুকুর এলাকার বেশ কয়েকটি জমি পরিদর্শন করেন। যেখানে যত দ্রুত সম্ভব সরকারি ভাবে কমিউনিটি হল, সলিড-ওয়েস্ট ম্যানেজমেন্ট শেড নির্মাণ করা হবে বলে জানা গিয়েছে।

বালুরঘাটে একই রাস্তার শিলান্যাস হল দু’বার

অমরজিৎ সিংহ রায় ● বালুরঘাট

আপনজন: বিধায়ক উন্নয়ন তহবিলের টাকায় তৈরি হওয়া রাস্তার কাজের শিলান্যাস অনুষ্ঠানে ডাকা হয়নি বিধায়ককে। তাই পুনরায় আবার সেই রাস্তার কাজের শিলান্যাস করা হল মঙ্গলবার। দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার বালুরঘাট পুরসভার অন্তর্গত ২৩ নং ওয়ার্ডের খাদিমপুর স্কুলপাড়া এলাকার ঘটনা। জানা গিয়েছে, খাদিমপুর স্কুলপাড়া এলাকার সিমেন্টের ঢালাইয়ের রাস্তা তৈরি করবার জন্য বিধায়ক উন্নয়ন তহবিল থেকে প্রায় চার লাখের কিছু বেশি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে। বিজেপি নেতৃত্বের অভিযোগ, সেই রাস্তার কাজের শিলান্যাস অনুষ্ঠানে ডাকাই হয়নি বা আমন্ত্রণ জানানো হয়নি বালুরঘাটের বিধায়ক অশোক কুমার লাহিড়ীকে। তৃণমূল কংগ্রেসের দখলে থাকা বালুরঘাট পুরসভার চেয়ারম্যান অশোক মিত্র ওই রাস্তার কাজে শিলান্যাস করেন। আর এর পরই মঙ্গলবার সেই একই রাস্তার পুনরায় শিলান্যাস করাহয় বালুরঘাট টাউন বিজেপি সভাপতি সমীর প্রসাদ দত্তের উপস্থিতিতে। এ বিষয়ে বিজেপির টাউন সভাপতি সমীর প্রসাদ দত্ত জানান, ‘আমি যখন এই ওয়ার্ডে পৌরসভা নির্বাচনে দাঁড়িয়ে ছিলাম, তখনই এলাকাবাসীদের প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলাম এই রাস্তাটি সংস্কার করবার বিষয়ে। বিধায়ক অশোক কুমার লাহিড়ী তাঁর তহবিল থেকে এই রাস্তাটি সংস্কার করবার জন্য ৪,৩৭,৩৪৪ টাকা বরাদ্দ করেন। বিধায়ক কে কোন রকম সূচনা না দিয়েই পৌরসভার চেয়ারম্যান অশোক মিত্র রাস্তাটির কাজের শিলান্যাস করেছিলেন। তাই আজ আমরা পুনরায় রাস্তার কাজের শিলান্যাস করলাম।’

অন্যদিকে, এ বিষয়ে বালুরঘাট পুরসভার চেয়ারম্যান অশোক কুমার মিত্র জানান, ‘বালুরঘাট বিধানসভা কেন্দ্রে মানুষ অশোক কুমার লাহিড়ীকে বালুরঘাটে দেখতে পান না। সরকারিভাবে তাকে নোটিশ বালুরঘাট পুরসভার তরফে পাঠানো হয়েছে। রাস্তার পাশাপাশি ওইখানে ড্রেনের দাবি ছিল এলাকাবাসীদের।সেখানে ড্রেনের কাজেরও শুভ সূচনা করা হয়েছে। বালুরঘাট পৌরসভার তারফে বিভিন্ন মুলক উন্নয়ন কাজ চলছে। বিজেপির তরফে সেগুলোকে নিয়ে কুৎসা করবার চেষ্টা করা হচ্ছে। মিডিয়ার মাধ্যমে তারা প্রচারে আসবার চেষ্টা করছেন।’ অন্যদিকে, এ বিষয়ে বালুরঘাট বিধানসভা কেন্দ্রের বিধায়ক ডঃ অশোক কুমার লাহিড়ী জানান, আমি বালুরঘাট পুরসভার চেয়ারম্যান অশোক মিত্রের কাছে বিশেষভাবে কৃতজ্ঞ তিনি রাস্তাটির শুভ উদ্বোধন করে দিয়েছেন।

শীত পড়তেই বক্রেশ্বরে ভিড় জমছে

আমীরুল ইসলাম ● বোলপুর

আপনজন: ইতিমধ্যেই বঙ্গে শীতের আমেজ পড়ে গিয়েছে ডিসেম্বর মাস শেষ হতে আর হাতে মাত্র কয়েকটা দিন বাকি। সাজু সাজো রবে সেজে উঠেছে গোটা রাজ্য। কারণ নতুন বছর পড়তে আর মাত্র কয়েকটা দিন আর বাঙালি সেই অপেক্ষায় দিন গুনছে। পালক্রমে ছয়টি ঋতু এসে প্রকৃতিকে নব রূপে সাজিয়ে তোলে। সৌন্দর্যের পসরা সাজিয়ে তারা আসে আর যায়, প্রকৃতিকে কুয়াশার চাদরে জড়িয়ে আবির্ভাব ঘটে শীতকালের। গ্রাম কিংবা শহর সব জায়গাতেই এক ভিন্ন আমেজ তৈরী হয়।

আর শীতকালেই ঘুরতে যাওয়া থেকে শুরু করে মাঠমুখী আবার নানা ভ্রমণ পিপাসু মানুষ বাইরের মুখী হয়ে যায়।

প্রতিবছরের মতো এবছরও বীরভূমের বক্রেশ্বর ধামের প্রতি বরাবরই তীর্থযাত্রীদের বিশেষ আকর্ষণ লক্ষ করা যায়, এবং যা পুণ্যার্থীদের ঢল থাকে চোখে পড়ার মতো পুজো প্রাঙ্গণে।

বক্রেশ্বরে টুরিস্ট গাড়ি গুলি ভর্তি করে লোক আসছেন মন্দির দর্শন করবার জন্য। ছেলে ও মেয়েদের জন্য পৃথক পৃথক গরম জলের ঘাট রয়েছে। সেখানে পূর্ণ স্নান করে মন্দিরে গিয়ে পূজো দিচ্ছেন সকলেই। বক্রেশ্বরে ভৈরব মন্দির ও সতীপিঠে প্রচুর তীর্থযাত্রীদের সমাগম লক্ষ্য করা যাচ্ছে প্রতি বছরের মতো।

সাংসদ সাসপেন্ডের বিরুদ্ধে মিছিল কংগ্রেসের

রঙ্গিলা খাতুন ● বহরমপুর

আপনজন:প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি অধীর রঞ্জন চৌধুরীসহ ৭৮ জন সাংসদকে সাসপেন্ড করার প্রতিবাদে সারা রাজ্যের পাশাপাশি মুর্শিদাবাদ জেলা জুড়ে বিক্ষভ মিছিল কংগ্রেস।

কংগ্রেসের দাবি বিরোধী শূন্য অর্থাৎ গণতন্ত্র শূন্য করতে চাইছে কেন্দ্রের মোদী সরকার।

লোকসভায় বিরোধী সাংসদদের বহিষ্কারের মাধ্যমে গণতন্ত্রকে হত্যা করছে এই ফ্যাসিস্ট সরকার। তাই মঙ্গলবার মুর্শিদাবাদ জেলা জুড়ে প্রতিবাদ মিছিল করে কংগ্রেস ।

এ বিষয়ে শীতকালীন অধিবেশনের জন্য কংগ্রেস লোকসভার দলনেতা অধীর চৌধুরী সাসপেন্ড হওয়ার পর সাংবাদিকদের জানান “আমার মনে হয় টিভিতে বলা, বাইরে বলা প্রধীনমন্ত্রী ও স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর কাছে খুব সহজ লাগে কিন্তু সংসদে এসে কিছু বলতে তাঁরা ভয় পান’।

মঙ্গলবার বহরমপুর কংগ্রেস কার্যালয় থেকে গির্জামোড় সহ মিছিল করেন কংগ্রেস নেতৃত্ব। মিছিলে উপস্থিত ছিলেন শত শত কংগ্রেস কর্মী বৃন্দ।

মিলনগড় মাদ্রাসার জলসায় শান্তি কামনা

নাজিম আক্তার ● হরিশ্চন্দ্রপুর

আপনজন: এলাকার শান্তি এবং উন্নতি কামনা করে প্রতি বছরের মতো এবছরও হরিশ্চন্দ্রপুর-২ নং ব্লকের মশালদহ গ্রাম পঞ্চায়েতের মিলনগড় সিনিয়ার মাদ্রাসা প্রাঙ্গণে মঙ্গলবার রাতে অনুষ্ঠিত হল এক ধর্মীয় জালসা।

জালসায় বক্তাগণ হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মুর্শিদাবাদ জেলার জলঙ্গী এলাকার মহম্মদ সাহিনুর রহমান, মিলনগড় সিনিয়ার মাদ্রাসার সুপারিনটেনডেন্ট মৌলানা ওবাইদুল্লাহ ফালাহী, কালিয়াচক তোফী আইডিয়াল মাদ্রাসার শিক্ষক মৌলনা কারী ওবাইদুর রহমান সিরাজী ও হরিশ্চন্দ্রপুর থানার বাহন পত্রিকার সম্পাদক মহম্মদ ওয়াহেদুর রহমান।

অনুষ্ঠানে বক্তাগণের কথা শুনতে এলাকার নারী-পুরুষ সকলেই অংশগ্রহণ করেন।জেলা ও ভিন জেলা থেকে আগত বক্তারা সারারাত ধরে উপস্থিত শ্রোতাদের সামনে ধর্মীয় বক্তব্য, কোরান ও হাদিসের ব্যাখ্যা তুলে ধরেন। জালসা কমিটি সভাপতি মহম্মদ মজিবুর রহমান জানান, প্রতিবছর মিলনগড় মাদ্রাসা জামে মসজিদের উন্নতি কল্পে জালসা অনুষ্ঠিত হয়। এবারও তার কোনও ব্যতিক্রম হয়নি।

ছড়িয়ে-ছিটিয়ে

গোষ্ঠী সংঘর্ষে উত্তেজনা বাঁকড়ায়

নিজস্ব প্রতিবেদক ● হাওড়া

আপনজন: হাওড়ার বাঁকড়া নিউ মন্ডল পাড়ায় দুই গোষ্ঠীর সংঘর্ষ ঘিরে উত্তেজনা ছড়াল। অভিযোগ ডোমজুড় পঞ্চায়েত সমিতির এক সদস্যের দলবল মিলে এলাকায় দুষ্কৃতীমূলক কাজকর্ম চালাচ্ছিল। এলাকার কিছু বাসিন্দা ও স্থানীয় ক্লাবের সদস্যরা তার প্রতিবাদ করে। এই নিয়েই দফায় দফায় গন্ডগোল হয়। অভিযোগ, প্রাথমিকভাবে সমস্যা মিতে গেলেও সোমবার বিকাল থেকে নতুন করে উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে। ওই পঞ্চায়েত সমিতির সদস্যের দলবল এসে হামলা চালায় এলাকার কয়েকটি বাড়ি ও ক্লাবে। ভাঙচুরের খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে আসে পুলিশ। এদিকে, তাদের বিরুদ্ধে মিথ্যা অভিযোগ করার প্রতিবাদে ‘অভিযুক্তরা’ই হাওড়া আমতা রোডের বাঁকড়া দোতালায় পথ অবরোধ করে। গোটা হামলার ছবি সিসিটিভি’তে ধরা পড়েছে। পুলিশ ঘটনার তদন্তে নেমেছে।

পাতুলিয়া গ্রাম পঞ্চায়েতে দুয়ারে শিবির

আপনজন ডেস্ক: মঙ্গলবার ব্যারাকপুর ২ ব্লকের পাতুলিয়া গ্রাম পঞ্চায়েতের উদ্যোগে স্থানীয় পাতুলিয়া বয়েজ হাই স্কুলে হল অষ্টম পর্যায়ের দুয়ারে সরকার শিবির।রাজ্য সরকারের বিভিন্ন জনমুখি বাস্তবায়িত প্রকল্প গুলির পরিষেবা গ্রাম বাসীদের দুয়ারে পৌঁছে দিতে এই শিবিরের আয়োজন বলে জানান ব্যারাকপুর ২ পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি প্রবীর রাজবংশী।ইতিমধ্যেই বহু মানুষ উপকৃত হয়েছেন ।আগামী ২৮ ডিসেম্বর ও হবে এই শিবির। শিবির পরিদর্শনে উপস্থিত ছিলেন পাতুলিয়া গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান তপতী দাশ বিশ্বাস, উপপ্রধান কিশোর বৈশ্য,পঞ্চায়েত সদস্য সুকুমার সিং, গীতা রায় সহ পঞ্চায়েত সদস্যরা।শিবিরে উৎকর্ষ বাংলা, কৃষক বন্ধু, স্বাস্থ্যসাথী, খাদ্যসাথী, লক্ষ্মীর ভান্ডার, ঐক্যশ্রী সহ বিভিন্ন প্রকল্পের আবেদনপত্র জমা দেন উপভোক্তারা ক্যাম্পে।এদিন সকাল থেকে বিকেল পর্যন্ত শিবিরে উপভোক্তাদের ভীড় ছিল চোখে পড়ার মতো।

নবাবপুরে রক্তদান শিবির

স্বেচ্ছায় রক্তদান উৎসব
৮ম বর্ষ
তৃণমূল

সেখ আব্দুল আজিম ● চণ্ডীতলা

আপনজন: নবাবপুর ফুটবল অ্যাসোসিয়েশন মাঠে নবাবপুর অঞ্চল তৃণমূল ও তৃণমূল যুব কংগ্রেস এর যৌথ ব্যবস্থাপনায় “আকবর আলি খন্দকার “ মঞ্চে অনুষ্ঠিত হল মানবকল্যাণে এক রক্তদান উৎসব। প্রায় ২ শতাধিক এলাকাবাসী এই রক্তদান শিবিরে রক্তদান করেন। রক্তদান শিবিরে উপস্থিত ছিলেন চন্ডীতলার বিধায়ক স্বাতী খন্দকার, হুগলী জেলা পরিষদ কর্মাধ্যক্ষ সুবীর মুখোপাধ্যায়, জেলা পরিষদ সদস্য ভোলানাথ চট্টোপাধ্যায়, দেবযানী ব্যানার্জী, চন্ডীতলা ১ পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি মলয় খাঁ, সহকারী সভাপতি সনৎ সানকি, কর্মাধ্যক্ষ সেখ মোসারফ আলি, শুভেন্দু মুখার্জী, নবাবপুর গ্রামপঞ্চায়েত প্রধান রীনা সাঁতরা, উপপ্রধান জাহাঙ্গীর মল্লিক প্রমুখ।

স্ত্রীর দাবি মেটাতে না পারায় আত্মঘাতী স্বামী

সারিউল ইসলাম ● মুর্শিদাবাদ

আপনজন: স্ত্রীর চাহিদা অনুযায়ী দাবি মেটাতে না পারায় অভিমানে গলায় ফাঁস লাগিয়ে আত্মঘাতী হল স্বামী। মঙ্গলবার সকালে মুর্শিদাবাদের ভগবানগোলা থানার শ্যামপুর নতুনপাড়া এলাকায় এক যুবকের ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার করে বাড়ির লোকজন। স্থানীয় হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসকরা মৃত বলে ঘোষণা করেন ওই যুবককে। মৃত যুবকের নাম আলমগীর শেখ (২২)।

পরবর্তীতে দেহ ময়নাতদন্তের জন্য লালবাগ মহকুমা হাসপাতাল মর্গে পাঠানো হয়। পুলিশ সূত্রে খবর, প্রায় দেড় বছর আগে ভগবানগোলা থানার রামবাগের বস্ত্র ব্যবসায়ী আলমগীর শেখ প্রেমের সম্পর্কে জড়িয়ে বিয়ে করেন সালার থানার বাসিন্দা শাহানা আহমেদকে। বিয়ের পর থেকে আলমগীর ঘরজামাই হয়ে সালার থানার টেঁয়া এলাকায় শশুর বাড়িতে থাকতে শুরু করে। মৃতের পরিবারের অভিযোগ, শ্বশুরবাড়ির চাহিদামতো জিনিসপত্র দিতে না পারায় আলমগীরকে ওই বাড়ি থেকে বের করে দেওয়া হয়। সোমবার আবারো স্ত্রীকে বাড়ি ফিরিয়ে আনতে আলমগীর শ্বশুরবাড়িতে গেলে তাড়িয়ে দেওয়া হয়। অপমান সহ্য করতে না পেরে সোমবার গভীর রাতে গলায় ফাঁস লাগিয়ে আত্মঘাতী হয় ওই যুবক।

প্রথম নজর

সমীক্ষায় বিশ্বসেরা ইস্তাম্বুল বিমানবন্দর

আপনজন ডেস্ক: বিশ্বের সেরা বিমানবন্দরের স্বীকৃতি পেল তুরস্কের ইস্তাম্বুল বিমানবন্দর। যুক্তরাষ্ট্রভিত্তিক পর্যটন ও বেসামরিক বিমান চলাচল বিষয়ক সাময়িকী গ্লোবাল ট্র্যাভেলারের পাঠকদের সমীক্ষায়, এই স্বীকৃতি পেয়েছে বিমানবন্দরটি। সোমবার এক বিবৃতিতে বলা হয়েছে, মেগাএয়ার হাবটিকে ইউরোপের সেরা বিমানবন্দর হিসেবে বেছে নেওয়া হয়েছে। ফলে আন্তর্জাতিক ফ্লাইট চলাচলে বিমানবন্দরটির অবস্থান আরো শক্তিশালী হয়েছে।

বিশ্বের সেরা বিমানবন্দরের পাশাপাশি আরো কয়েকটি সূচকে শীর্ষে অবস্থান করছে ইস্তাম্বুল বিমানবন্দর। বিমানবন্দরে খাদ্য ও পানীয় পরিষেবার মান, কেনাকাটা এবং কর বিহীন কেনাকাটার জন্য শীর্ষে রয়েছে এটি। বিবৃতিতে গ্লোবাল ট্র্যাভেলার জানায়, জরিপটিতে অংশ নিয়েছেন মোট পাঁচ লাখ পাঠক, যাদের ৯৬ শতাংশই বিভিন্ন কারণে নিয়মিত আন্তর্জাতিক ফ্লাইট পরিষেবা গ্রহণ করেন। সমীক্ষায় অংশগ্রহণকারীদের সবাই নিজ নিজ অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর দিয়েছেন। ইস্তাম্বুল বিমানবন্দরের যোগাযোগ পরিচালক গোখান সেঙ্গুল বলেছেন, ‘একটি নয়, পাঁচটি বিভাগে স্বীকৃত হওয়া আমাদের জন্য অত্যন্ত সম্মানজনক অর্জন এবং এটি আমাদের প্রতিটি সদস্যের উৎসর্গ, কঠোর পরিশ্রম এবং শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করে।’ এই বছর গ্লোবাল ট্র্যাভেলার কর্তৃক আয়োজিত একাদশ ‘লিজার লাইফস্টাইল অ্যাওয়ার্ডস’-এ আইজিএ ইস্তাম্বুল বিমানবন্দর দ্বিতীয়বারের জন্য সেরা বিমানবন্দর নির্বাচিত হয়।

ভূমিকম্পের পর আইসল্যান্ডে আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুৎপাত শুরু

আপনজন ডেস্ক: কয়েক সপ্তাহ মৃদু ও মাঝারি মাত্রার ভূমিকম্পের পর ইউরোপের স্ক্যান্ডিনেভিয়া অঞ্চলের দেশ আইসল্যান্ডের রাজধানী রিকজাভিকের সংলগ্ন উপদ্বীপ রিকজানিসে আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুৎপাত শুরু হয়েছে। এর আগে প্রায় চার হাজার মানুষকে আশেপাশের জায়গা থেকে সরিয়ে নেয়া হয়েছে। আইসল্যান্ডের আবহাওয়া অফিস জানিয়েছে, স্থানীয় সময় রাত ১০ টা ১৭ মিনিটে শহরের উত্তরে অগ্ন্যুৎপাত শুরু হয়েছিল।

রাজধানী রেইকিয়াভিকের আশেপাশের অঞ্চলে অক্টোবরের শেষের দিক থেকে ঘন ঘন ভূমিকম্প দেখা দেয়।

জানা গেছে, ১৪ ঘণ্টার মধ্যে ৮০০টি ভূমিকম্পও অনুভূত হয়েছিল। এরপর জরুরি অবস্থা জারি করেছিল দেশটির সরকার। বিবিসি জানিয়েছিল, অক্টোবরের শেষ থেকে দক্ষিণ-পশ্চিম আইসল্যান্ডে ২০ হাজারের বেশি ভূমিকম্প রেকর্ড করা হয়েছে। তখনই আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুত্পাতের পূর্বাভাস বলে আশঙ্কা করা হয়েছিল। সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে পোস্ট করা ছবি এবং ভিডিওতে দেখা যায়, ভূমিকম্পের এক ঘণ্টা পর আগ্নেয়গিরি থেকে লাভা বের হচ্ছে। সঠিক অবস্থান ও অগ্ন্যুৎপাতের ধরণ নিশ্চিত করতে একটি কোস্টগার্ড হেলিকপ্টার ওই এলাকায় পাঠানো হয়েছে।

দেশটির আবহাওয়া অফিস জানিয়েছে, অগ্ন্যুৎপাতটি গ্রিন্ডাভিকের উত্তর-পূর্বে প্রায় ৪ কিমি (২.৫ মাইল) দূরে শুরু হয়েছে। আগ্নেয়গিরির ফাটলের দৈর্ঘ্য প্রায় ৩.৫ কিলোমিটার, লাভা প্রতি সেকেন্ডে প্রায় ১০০ থেকে ২০০ ঘনমিটার বেগে প্রবাহিত হচ্ছে বলে জানায় আবহাওয়া অফিস।

তারা আরো জানায়, সাম্প্রতিক বছরগুলোতে রেকজেনেস উপদ্বীপে আগের অগ্ন্যুৎপাতের তুলনায় এটি বহুগুণ বেশি। সিভিল ডিফেন্সের একজন ঊর্ধ্বতন পুলিশ কর্মকর্তা জাতীয় সম্প্রচারকারী আরইউভিকে বলেছেন, খুব দ্রুত অগ্ন্যুৎপাত শুরু হয় এবং এটির আকার বেশ বড়। আগ্নেয়গিরির বড় ফাটল থেকে লাভা সব দিকে প্রবাহিত হচ্ছে বলে ধারণা করা হচ্ছে।

শক্তিশালী ভূমিকম্পে কাঁপল চিন, নিহত কমপক্ষে ১১১

এক যুগে এমন ভূমিকম্প দেখেনি চিন

আপনজন ডেস্ক: শক্তিশালী ভূমিকম্পে কেঁপে উঠেছে চিনের উত্তর-পশ্চিমাঞ্চল। স্থানীয় সময় সোমবার রাত ১১টা ৫৯ মিনিটে আঘাত হানে এ ভূমিকম্প।

জানা গেছে, ৬.২ মাত্রার শক্তিশালী ভূমিকম্পের আঘাতে অন্তত ১১০ জন নিহত হয়েছেন। আহত ২৩০ জনের বেশি। সেইসঙ্গে ধসে পড়েছে বেশ কিছু ভবনও। খবর সিজিটিএনের।

চিনের সংবাদমাধ্যমটি জানিয়েছে, ভূমিকম্পটির উৎপত্তিস্থল ছিল গানসু প্রদেশের রাজধানী লানঝোর ১০২ কিলোমিটার পশ্চিম-দক্ষিণপশ্চিমে, ভূ-পৃষ্ঠের ৩৫ কিলোমিটার গভীরে। যা গানসু ও কিংহাই প্রদেশের সীমান্ত অঞ্চলে আঘাত হানে। এ ঘটনার পর পরই উদ্ধার কার্যক্রম শুরু হয়েছে।

যুক্তরাষ্ট্রের ভূতাত্ত্বিক জরিপ সংস্থা ইউএসজিএস জানিয়েছে, ভূমিকম্পটি ৫.৯ মাত্রার, যদিও শুরুতে ৬ মাত্রার কথা বলা হয়েছিল। আর সিনহুয়া বলছে, ভূমিকম্পটির মাত্রা ছিল ৬.২। ভূমিকম্পের পর কয়েকবার আফটারশক অনুভূত হয়েছে। ভূমিকম্প আঘাত হানার পর কিছু গ্রামে বিদ্যুৎ ও পানি সরবরাহ ব্যাহত হওয়ার খবর পাওয়া গেছে।

সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমগুলোতে পোস্ট করা ভিডিও ফুটেজে ধসে পড়া ভবনগুলোর ছাদ ও ধ্বংসাবশেষ দেখা গেছে। এরই মধ্যে শুরু হয়েছে জরুরি উদ্ধার কাজ।

চিনের প্রেসিডেন্ট শি জিনপিং ভূমিকম্পের পর হতাহতের সংখ্যা কমানোর জন্য সর্বাত্মক উদ্ধার প্রচেষ্টার নির্দেশ দিয়েছেন।

বিদ্রোহীদের কাছে আরো এক শহরের নিয়ন্ত্রণ হারাল মায়ানমার সেনারা

আপনজন ডেস্ক: বিদ্রোহীদের কাছে আরও এক শহরের নিয়ন্ত্রণ হারাল মায়ানমার জান্তা সরকার। কয়েক দিনের তুমুল সংঘর্ষের পর জাতিগত বিদ্রোহীগোষ্ঠীগুলোর সমন্বয়ে গঠিত স্থানীয় প্রতিরোধ জোটের কাছে উত্তরাঞ্চলীয় শান রাজ্যের নমশান শহরের নিয়ন্ত্রণ হারায় দেশটির সামরিক বাহিনী। গণমাধ্যমের প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, মায়ানমার ন্যাশনাল ডেমোক্রেটিক অ্যালায়েন্স আর্মি (এমএনডিএএ), তায়াং ন্যাশনাল লিবারেশন আর্মি (টিএনএলএ) এবং আরাকান আর্মির (এএ) সমন্বয়ে গঠন করা জান্তাবিরোধী জোটের চলমান অপারেশন-১০২৭ এর অংশ হিসেবে শান রাজ্যজুড়ে হামলা চালাচ্ছে জাতিগত বিদ্রোহীগোষ্ঠী। তারা সামরিক বাহিনীর কাছ থেকে শান রাজ্যের নমশান শহরের দখল নেওয়ার দাবি করেছে। গত ১০ থেকে ১৫ ডিসেম্বর পর্যন্ত সামরিক ব্যাটালিয়ন, ঘাঁটি এবং পুলিশ স্টেশনের বিরুদ্ধে ছয় দিনের টানা আক্রমণের পর শহরটির দখল নেওয়া হয়েছে বলে জানিয়েছে টিএনএলএ। মায়ানমারের সামরিক বাহিনীর ওয়াই-১২, এআরটি-৪২ পরিবহন বিমান, এমআই-৩৫ যুদ্ধবিমান থেকে হামলা সত্ত্বেও নমশান দখল করেছে টিএনএলএ বিদ্রোহীরা। বিমান হামলার পাশাপাশি নমশান শহরের কাছের মানতং শহেরে বিদ্রোহীদের অবস্থানে জান্তা-নিয়ন্ত্রিত সামরিক বাহিনীর আর্টিলারি ইউনিট গোলাবর্ষণ করেছে। জাতিগত ওই বিদ্রোহী গোষ্ঠী বলছে, শহরটির দখল নেওয়ার সময় জান্তা সৈন্যদের ব্যাপক প্রাণহানি ঘটেছে। তুমুল আক্রমণের মুখে সামরিক বাহিনী পালিয়ে যাওয়ার পর শহরের বিভিন্ন স্থানে ৬০ জান্তা সৈন্যের মরদেহ পাওয়া গেছে। এছাড়াও পরিবারের ২৯ সদস্যসহ ৩৬ সৈন্য এবং পুলিশকে গ্রেফতার করা হয়েছে। টিএনএলএ নমশানের জান্তা ঘাঁটি থেকে বিপুল পরিমাণ গোলাবারুদ ও অস্ত্র উদ্ধারেরও তথ্য জানিয়েছে।

গোষ্ঠীটি বলছে, জান্তার গোলাবর্ষণ ও বিমান হামলায় তিন বেসামরিক নাগরিকের প্রাণহানি ঘটেছে। সামরিক বাহিনীর হামলায় অর্ধ-শতাধিক বাড়ি, ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান এবং একটি স্কুল ধ্বংস হয়েছে।

জাতিগত বিদ্রোহীদের জোট ব্রাদারহুড অ্যালায়েন্স গত ২৭ অক্টোবর দেশটির সামরিক বাহিনীর বিরুদ্ধে অপারেশন-১০২৭ নামে অভিযান শুরু করে। তখন থেকে এই জোটের সদস্যরা মায়ানমার-চীন সীমান্তের শান রাজ্যের অন্তত ৮টি বাণিজ্যিক শহরের দখল নিয়েছে। একই সময়ে ওই রাজ্যে জান্তা বাহিনীর ২৫০টিরও বেশি ঘাঁটি দখল করেছে তারা।

গোষ্ঠীটি বলছে, টিএনএলএর সৈন্যরা শান রাজ্যের নামখাম, কুটকাই এবং মান্টং শহরের আরও কয়েকটি সামরিক ঘাঁটি দখলের চেষ্টা চালাচ্ছে। রবিবার শান রাজ্যের উত্তরে সামরিক বাহিনীর সাথে বিদ্রোহীদের ভয়াবহ সংঘর্ষ শুরু হয়। অন্যদিকে, সামরিক বাহিনীর কাছ থেকে সংখ্যালঘু রোহিঙ্গা মুসলিম অধ্যুষিত মায়ানমারের পশ্চিমাঞ্চলীয় রাখাইন রাজ্যের নিয়ন্ত্রণ ছিনিয়ে নেওয়ার দাবি করেছে ওই অঞ্চলের স্বায়ত্তশাসনের দাবিতে আন্দোলন করে আসা বিদ্রোহী গোষ্ঠী আরাকান আর্মি (এএ)।

রাখাইন ছাড়াও মায়ানমারের চীন ও ভারত সীমান্ত লাগোয়া একাধিক রাজ্যের বেশিরভাগ শহরের নিয়ন্ত্রণ নিয়েছে সামরিক বাহিনীর সাথে লড়াইরত সেখানকার বিদ্রোহীগোষ্ঠীগুলো।

রাষ্ট্রসংঘের সদর দপ্তরে আরবি ভাষা দিবস উদযাপিত

আপনজন ডেস্ক: বিশ্ব আরবি ভাষা দিবস উপলক্ষে রাষ্ট্রসংঘের সদর দপ্তরে বিশেষ সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। যুক্তরাষ্ট্রের নিউ ইয়র্কে অনুষ্ঠিত এ সভায় রাষ্ট্রসংঘের দাপ্তরিক ভাষা হওয়ার ৫০ বছর উদযাপন করা হয়।

সৌদি আরবে সাংস্কৃতিক মন্ত্রীর পৃষ্ঠপোষকতায় ও কিং সালমান গ্লোবাল একাডেমি ফর অ্যারাবিক ল্যাঙ্গুয়েজের সহযোগিতায় তা অনুষ্ঠিত হয়। এতে আরব দেশগুলোর কূটনীতিক ও রাষ্ট্রসংঘের উচ্চপদস্থ কর্মকর্তারা অংশ নেন।

তারা মানবসভ্যতার ইতিহাস, দর্শন ও শিল্পকলায় আরবি ভাষার অবদান তুলে ধরেন।

রাষ্ট্রসংঘের প্রেসিডেন্ট ডেনিস ফ্রান্সিস বলেন, ‘আরবি ভাষার পরিব্যাপ্তি এখন সুবিশাল অঞ্চলজুড়ে বিস্তৃত। আরব উপসাগর থেকে মরক্কো ও মৌরিতানিয়া পর্যন্ত যোগাযোগের বৈচিত্র্যময় সেতু হিসেবে তা কাজ করছে।

তা ছাড়া অন্যান্য ভাষায় আরবি ভাষার প্রভাব এতটা গভীর যে তা মুছে ফেলা যায় না।

জ্ঞান-বিজ্ঞানের নানা শাখায় এর সমৃদ্ধ অবদানের বিষয়টি আরবদের গভীর প্রভাবের সাক্ষ্য বহন করে।’

রাষ্ট্রসংঘের ডেপুটি সেক্রেটারি জেনারেল আমিনা মোহাম্মদ বলেন, ‘বিশ্বের অনেকের কাছে আরবি শুধু একটি ভাষা নয়; বরং এর চেয়েও অনেক বেশি।

আরবি থেকে ইংরেজিতে অনেক শব্দ সংযুক্ত হয়েছে যা আরব বিশ্বের কাছে পশ্চিমারা কতটা ঋণী তার প্রমাণ বহন করে। সারা বিশ্বের সবার কাছে যে আরবি শব্দটি খুবই পরিচিত তা হলো ‘সালাম’।

এর অর্থ- শান্তি। সবার অন্তরে এর শক্তিশালী একটি বার্তা রয়েছে। আশা করব, আজকের এই উদযাপন সবাইকে এ ভাষার প্রতি অনুপ্রাণিত করবে এবং ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে এ ভাষা ধারণে উৎসাহ জোগাবে।’

কিং সালমান গ্লোবাল একাডেমি ফর অ্যারাবিক ল্যাঙ্গুয়েজের মহাসচিব ড. আবদুল্লাহ আল-ওয়াশমি বলেন, ‘ভাষার বৈচিত্র্য আমাদের পরস্পরের কাছে নিয়ে আসে।

ভাষার ভিন্নতা মহান আল্লাহর নিদর্শনগুলোর অন্যতম।

আরবি ভাষার ইতিহাস কয়েক হাজার বছরের হলেও আমরা এখনো তা বুঝতে পারি।

এমনকি হিজাজ ও নাজদ অঞ্চলে দেড় হাজার বছর আগে রচিত কবিতার পঙক্তিগুলো আমরা আবৃত্তি করছি এবং এর অর্থ উপলব্ধি করতে পারছি। আমরা তা সন্তানদের শেখাচ্ছি।’

রাষ্ট্রসংঘে নিযুক্ত সৌদি আরবের রাষ্ট্রদূত আবদুল আজিজ বিন মুহাম্মাদ আল-ওয়াসেল বলেন, ‘আরবি ভাষা নিজের সাংস্কৃতিক পরিচয় সংরক্ষণ করেছে। এর রয়েছে মহান ঐতিহ্য ও সমৃদ্ধ ইতিহাস।

চতুর্দশ শতক পর্যন্ত জ্ঞান-বিজ্ঞা, শিল্প-সাহিত্য ও বুদ্ধিবৃত্তিক জাগরণে এর প্রত্যক্ষ ভূমিকা ছিল। তা মানবসভ্যতার সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্যের অন্যতম স্তম্ভ।’

এদিকে আরবি ভাষাকে রাষ্ট্রসংঘের ছয়টি দাপ্তরিক ভাষার একটি হিসেবে ঘোষণার ৫০তম বার্ষিকী উদযাপিত হয়েছে। গতকাল সোমবার (১৮ ডিসেম্বর) ফ্রান্সের প্যারিসে ইউনেসকোর সদর দপ্তরে বিশ্ব আরবি ভাষা দিবস উদযাপনের অংশ হিসেবে রাষ্ট্রসংঘের শিক্ষা, বিজ্ঞান ও সংস্কৃতি সংস্থা বা ইউনেসকো তা উদযাপন করে। আরবি ভাষা দিবসের এবারের প্রতিপাদ্য ছিল- ‘আরবি : কবিতা ও শিল্পের ভাষা’। সৌদিভিত্তিক সংস্থা সুলতান বিন আবদুল আজিজ আল সৌদ ফাউন্ডেশনের সহযোগিতায় চার দিনব্যাপী একটি প্রদর্শনীর আয়োজন করা হয়।

প্রতিবছর ১৮ ডিসেম্বর বিশ্ব আরবি দিবস পালিত হয়। ২০১২ সাল থেকে রাষ্ট্রসংঘের শিক্ষা, বিজ্ঞান ও সংস্কৃতি সংস্থা বা ইউনেসকোর উদ্যোগে দিবসটি পালিত হয়।

এই বছর দিবসটির প্রতিপাদ্য হলো, ‘আরবি : কবিতা ও শিল্পের ভাষা’। আরবি ভাষা বর্তমান বিশ্বের সর্বাধিক প্রচলিত ভাষাগুলোর অন্যতম।

আরববিশ্বের ২৫টি দেশ ছাড়াও পৃথিবীর অনেক দেশে তা দাপ্তরিক ভাষা হিসেবে ব্যবহৃত হয়। ইসলাম ধর্মের পবিত্র কোরআন, হাদিস ও মুসলিম মনীষী ও বিজ্ঞানীদের রচনার ভাষা হিসেবে তা ব্যবহৃত হয়। কয়েক হাজার বছর পার হলেও আরবি ভাষা আপন মহিমায় সমুজ্জ্বল হয়ে আছে আজ পর্যন্ত।

ছড়িয়ে-ছিটিয়ে

গাজা অভিযান কমানোর ইঙ্গিত

আপনজন ডেস্ক: মার্কিন প্রতিরক্ষামন্ত্রী লয়েড অস্টিনের সঙ্গে সোমবার দীর্ঘ বৈঠক হয়েছে ইসরায়েলের প্রতিরক্ষামন্ত্রীর। বৈঠকে গাজা অভিযানের তীব্রতা ক্রমশ কমিয়ে আনার বিষয়ে আলোচনা হয়েছে। সোমবার দিনভর বৈঠকের পর এই ইঙ্গিত পাওয়া যায়।

সংবাদমাধ্যম ডয়েচে ভেলের এক প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, মার্কিন প্রতিরক্ষামন্ত্রী তেলআবিবে একাধিক ব্যক্তির সঙ্গে বৈঠক করেছেন। সবচেয়ে লম্বা বৈঠক হয়েছে ইসরায়েলের প্রতিরক্ষামন্ত্রী ইয়োআভ গ্যালান্টের সঙ্গে। সেখানেই গাজা অভিযানের তীব্রতা ক্রমশ কমিয়ে আনার বিষয়ে আলোচনা হয়েছে।

বস্তুত বিভিন্ন দেশের পক্ষ থেকে যুদ্ধবিরতির আবেদন জানানো হচ্ছে। রাষ্ট্রসংঘের নিরাপত্তা পরিষদেও ফের এ বিষয়ে আলোচনা শুরুর কথা। তারই ঠিক আগমুহূর্তে, এই ইঙ্গিত দেওয়া হলো।

এছাড়া রাষ্ট্রসংঘের নিরাপত্তা পরিষদে যুদ্ধবিরতি নিয়ে ফের ভোটা হওয়ার কথা। মঙ্গলবার (১৯ ডিসেম্বর) পর্যন্ত তা পিছিয়ে দেওয়া হয়েছিল। এই পরিস্থিতিতে ফরাসি পররাষ্ট্রমন্ত্রী ফের যুদ্ধবিরতির দাবি তুলেছেন। আরব দেশগুলো এনিয়ে নতুন খসড়াও তৈরি করছে। কিন্তু যুক্তরাষ্ট্র এদিন ভোটে অংশ নিতে চায়নি। এর আগে নিরাপত্তা পরিষদের প্রস্তাবে ভেটো দিয়েছে যুক্তরাষ্ট্র।

তবে এবার যুক্তরাষ্ট্র আর ভেটো দিতে চাইছে না। একটা সর্বসম্মত প্রস্তাব সামনে আসতে পারে। মঙ্গলবার এ বিষয়ে চূড়ান্ত ভোটাভুটি হতে পারে। তবে সেই প্রস্তাবের খসড়া নিয়ে সন্তুষ্ট নয় যুক্তরাষ্ট্র। সে বিষয়ে ঐক্যমত না হওয়া পর্যন্ত যুক্তরাষ্ট্র প্রস্তাবটি মানবে না বলেই জানা গেছে।

বস্তুত তার আগে সোমবার ইসরায়েলের সঙ্গে বৈঠকে কী হয়-সেদিকেও নজর ছিল সবার।

সোমবারের গুরুত্বপূর্ণ বৈঠকে যুক্তরাষ্ট্র ইসরায়েলকে জানিয়েছে, চলতি বছরের ৭ অক্টোবরের ঘটনার পর ইসরায়েল যে পাল্টা লড়াই শুরু করেছে, যুক্তরাষ্ট্র তা সমর্থন করে। কারণ ইসরায়েলের আত্মরক্ষার সম্পূর্ণ অধিকার আছে। কিন্তু একই সঙ্গে বেসামরিক লোকদেরকে রক্ষার দায়িত্বও আছে ইসরায়েলের। এবার সেদিকেই নজর দিতে হবে।

এদিকে লোহিত সাগরে নিরাপত্তা বাড়াতে একটি আন্তর্জাতিক গোষ্ঠী তৈরির প্রস্তাব দিয়েছে যুক্তরাষ্ট্র। দেশটির সঙ্গে এ অপারেশনে যোগ দেবে বাহরাইন, যুক্তরাজ্য, কানাডা, ফ্রান্স, ইতালি, নেদারল্যান্ডস, নরওয়ে, স্পেন ও সেশেলস। লোহিত সাগরের পথ দিয়ে যেসব জাহাজ যাবে তাদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করবে এই গোষ্ঠী।

সেহেরী ও ইফতারের সময়

সেহেরী শেষ: ভোর ৪.৪৫মি.
ইফতার: সন্ধ্যা ৫.০১ মি.

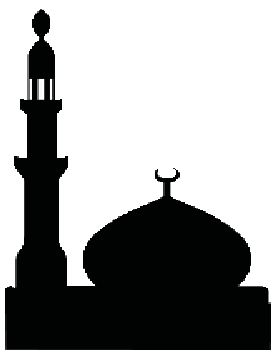

নামাজের সময় সূচি

ওয়াক্ত	শুরু	শেষ
ফজর	৪.৪৫	৬.১২
যোহর	১১.৩৯	
আসর	৩.২১	
মাগরিব	৫.০১	
এশা	৬.১৬	
তাহাজ্জুদ	১০.৫৩	

অস্ট্রেলিয়ায় বন্যা, তলিয়ে গেছে বিমানবন্দর

আপনজন ডেস্ক: রেকর্ড পরিমাণ বৃষ্টিতে অস্ট্রেলিয়ার কুইন্সল্যান্ডের উত্তরাঞ্চলে ভয়াবহ বন্যা দেখা দিয়েছে। যা ঐ অঞ্চলে হওয়া এযাবত্কালের সবচেয়ে মারাত্মক বন্যায় পরিণত হতে পারে বলে আশঙ্কা কর্তৃপক্ষের। সেখানে কোথাও কোথাও এক বছরে গড়ে যে বৃষ্টিপাত হয় তা মাত্র কয়েক ঘণ্টাতেই হয়েছে বলেও সোমবার কর্তৃপক্ষের বরাতে জানা যায়। খবর বিবিসির। বন্যার কিছু ছবি অনলাইনে ভাইরাল হয়েছে। যেগুলোতে দেখা যায়, বন্যার পানিতে তলিয়ে গেছে কেয়ার্নস বিমানবন্দর।

লোহিত সাগরে জাহাজে হামলায় তেলের দাম বৃদ্ধির আশঙ্কা

অবরুদ্ধ গাজা উপত্যকায় দখলদার ইসরায়েলের চলমান বর্বরোচিত হামলার জেরে হুতি বিদ্রোহীরা লোহিত সাগরে চলাচল করা কয়েকটি বাণিজ্যিক জাহাজে হামলা চালিয়েছে। এর কারণে সৃষ্টি হওয়া বিশৃঙ্খলা দমনে এবং লোহিত সাগর নৌপথে বাণিজ্যিক জাহাজের চলাচল সুরক্ষিত করতে যুক্তরাষ্ট্র একটি আন্তর্জাতিক নৌ অভিযান শুরু করেছে। এদিকে লোহিত সাগর রুটে চলাচলকারী জাহাজের সুরক্ষায় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র নেতৃত্বাধীন কয়েকটি দেশ জোট গড়ে আন্তর্জাতিক নৌ অভিযান শুরু করেছে। এই নিরাপত্তা জোটে যোগদানকারী দেশগুলোর মধ্যে যুক্তরাজ্য, কানাডা, ফ্রান্স, বাহরাইন, নরওয়ে এবং স্পেন রয়েছে।

আপনজন ডেস্ক: লোহিত সাগরে চলাচল করা বাণিজ্যিক জাহাজে ইয়েমেনের হুতি বিদ্রোহীদের হামলার জেরে অনেক বড় বড় শিপিং কোম্পানি ওই সমুদ্র পথে পণ্য পরিবহন বন্ধ রাখার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। যা বিশ্ব বাজারে তেলসহ অন্যান্য পণ্যের মূল্য বৃদ্ধির শঙ্কা বাড়াচ্ছে বলে সতর্ক করেছেন বিশ্লেষকরা। মঙ্গলবার (১৯ ডিসেম্বর) বিশ্বের দ্বিতীয় বৃহত্তম শিপিং কোম্পানি মেয়ার্স্ক বলেছে, তারা উত্তমাশা অন্তরীপ (দ্য কেপ অব গুড হোপ) এর চারপাশ দিয়ে তাদের কিছু জাহাজ চলাচলের ব্যবস্থা করবে। ফিলিস্তিনের

ইসরায়েলি বন্দিদের মুক্তির অনুরোধের ভিডিও পোস্ট করল হামাস

আপনজন ডেস্ক: ফিলিস্তিনের স্বাধীনতাকামী গোষ্ঠী হামাস তাদের হাতে আটক তিন বয়স্ক ইসরায়েলি বন্দির একটি ভিডিও প্রকাশ করেছে যেখানে ওই তিন বন্দি তাদেরকে মুক্ত করে নেয়ার আবেদন জানিয়েছেন।

সোমবার (১৮ ডিসেম্বর) রাতে হামাসের সামরিক বাহিনী আল-কাসেম ব্রিগেড নিজেদের টেলিগ্রাম চ্যানেলে এক মিনিটের ভিডিওটি প্রকাশ করেছে। ‘ডোন্ট লেট আস গ্রো ওল্ড হিয়ার (এখানে আমাদের বৃদ্ধ হতে দিও না)’ শিরোনামের ভিডিওতে দেখা যাচ্ছে, তিন ইসরায়েলি বৃদ্ধ একটি অজ্ঞাত স্থানে বসে রয়েছেন এবং তাদের মধ্যে একজন কথা বলছেন। তিনি হিব্রু ভাষায় বলেন, দীর্ঘমেয়াদি অসুস্থতায় ভুগতে থাকা বেশ কয়েক ব্যক্তির সাথে তিনি আটক রয়েছেন যাদের স্বাস্থ্যগত অবস্থা অত্যন্ত বিপর্যয়কর। ইসরায়েলি বন্দি বলেন, আমরা হচ্ছি সেই প্রজন্মের মানুষ যারা ইসরায়েল সৃষ্টির সাথে জড়িত ছিলাম। আমরাই ইসরায়েলি সেনাবাহিনীর গোড়াপত্তন করেছি। আমরা বুঝতে পারছি না আমাদেরকে কেন এখানে ফেলে রাখা হয়েছে। তিনি ইসরায়েল সরকারকে উদ্দেশ্য করে আরো বলেন, আমাদেরকে এখান থেকে মুক্ত করে নাও। এর জন্য কী দাম দিতে হয় সেটি মোটেও গুরুত্বপূর্ণ নয়। আমরা এখানে ইসরায়েলি বিমান হামলায় মারা যেতে চাই না।

আনন্দ সংবাদ -ঃ আমন্ত্রণ পত্র ঃ- শুভ সংবাদ
শান্তিনিকেতন সাহিত্য উৎসব
৬ই ও ৭ই জানুয়ারী ২০২৪, শনিবার ও রবিবার
স্থান ঃ যুব আবাস, ভূবনডাঙ্গা, বোলপুর
বক্তৃতা, কবিতা পাঠ, আবৃত্তি, গান, নাচ, শ্রুতি নাটক প্রভৃতি।
আপনারাও সপরিবারে আসুন ও উপভোগ করুন।
৬ তারিখ সন্ধ্যে ৫টা থেকে ১০টা সাহিত্য অনুষ্ঠান।
(স্মারক, মানপত্র, উত্তরীয়)
৭ তারিখ সকালে ভ্রমণ (নিজ দায়িত্বে)।
শুভেচ্ছা বিনিময় ঃ ১১০০টাকা মাত্র (থাকা ও খাওয়া)
১২০০টাকা মাত্র (থাকা, খাওয়া ও যাওয়া ট্রেন ভাড়া)
২৫শে ডিসেম্বর তারিখের মধ্যে সম্পুর্ণ পেমেন্ট দিতে হবে।
ফোন পে/ গুগল পে ঃ 7384894767
-ঃ যোগাযোগ ঃ-
7001220210 / 7384894767 / 9073462547
সৌজন্যে—নিউজ কলকাতা পরিবার

আপনজন
ইনসাফের পক্ষে নির্ভীক কণ্ঠস্বর
১৮ বর্ষ, ৩৪২ সংখ্যা, ৩ পৌষ ১৪৩০, ৬ জমাদিউস সানি, ১৪৪৫ হিজরি

ঐক্যই উন্নয়নের সহায়ক

এই পৃথিবীটা বড়ই জটিল এবং কঠিন। জ্ঞানীরা উপলব্ধি করিতে পারেন—হিংসায় উন্মত্ত নিত্য নিঠুর দ্বন্দ্বের ঘোর কুটিল ধরণিতে টিকিয়া থাকাটাই অনেক বড় ব্যাপার। সেই জন্য যাহারা টিকিয়া আছেন, মহান সৃষ্টিকর্তার নিকট তাহাদের শুকরিয়া জানানো উচিত। ইমান রাখা ও শুকরিয়া জানাইবার মাধ্যমে আল্লাহ তাআলার নিকট সর্বদা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ ব্যতীত কখনো আমাদের সার্বিক মঙ্গল হইবে না। যাহারা বেইমানি করে এবং অতি চালাকির আশ্রয় নেয়, তাহাদের পরিণতি ইতিহাসের পাতায় লেখা রহিয়াছে। অনেক যানবাহনের গায়ে দার্শনিক কথাবার্তা লেখা থাকে। যেমন একটি ট্রাকের গায়ে লেখা ছিল—‘এখন করিবে চালাকি, পরে বুঝিবে জ্বালা কী?’ উন্নয়নশীল বিশ্বের অবৈধ উপার্জনের মাধ্যমে আঙুল ফুলিয়া কলাগাছ হওয়া ভুঁইফোঁড়রাও চালাকি করিতে চাহে। সেই চালাকি অনেক ক্ষেত্রে হইয়া পড়ে কাকের আচরণের মতন। কাক যেমন কোনো জিনিস লুকাইবার সময় চক্ষু মুদিয়া মনে করে পৃথিবী অন্ধকার হইয়া গিয়াছে, সুতরাং পৃথিবীর কেহই আর তাহার গোপন জিনিসটি দেখিতে পাইতেছে না। এমন চালাকির বিপদ অনেক। এই জন্য প্রবাদে বলে—অতি চালাকের গলায় দড়ি।

একদিকে অন্যায়ের প্রশ্রয়, অন্যদিকে অনৈক্য—এই দুইটি বৈশিষ্ট্য একটি জাতির উন্নত হইবার পথে সবচাইতে বড় বাধা। ‘অন্যায় যে করে আর অন্যায় যে সহে তব ঘৃণা তারে তৃণ সম দহে’—কথাটি বলিয়া গিয়াছেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। আর ঐক্যের অভাব ঘটিলে কী হইতে পারে—ইহা লইয়া অসংখ্য নীতিগল্প ও ধর্মীয় কাহিনি রহিয়াছে। মনে রাখিতে হইবে মহান আল্লাহ তাআলা অন্যায়ের সহিত আপস করিতে নিষেধ করিয়াছেন। আল্লাহ বলিয়াছেন, নিজের ভাগ্য নিজেকেই গড়িতে হয় এবং তাহা পরিশ্রম করিয়া আদায় করিতে হয়। যাহারা অবৈধভাবে অর্থসম্পদ সৃষ্টি করিয়াছে, সময় থাকিতে নিজেদের শুধরাইয়া লওয়া উচিত। যাহারা অনিয়ম-দুর্নীতি করিতেছেন, তাহাদের নিজেদের বিবেকের দিকে তাকাইতে হইবে। তাহাদের অন্যায়-দুর্নীতি-অনিয়মের মাফ নাই। রাষ্ট্রযন্ত্র একটি সময় আসিয়া তাহাদের ব্যাপারে ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেই। ইহার পাশাপাশি জনগণকেও সচেতন হইতে হইবে। কোথাও অনিয়ম-দুর্নীতি হইলে তাহাদের বিরুদ্ধে সচেতন নাগরিকদের রুখিয়া দাঁড়াইতে হইবে, প্রতিরোধ গড়িয়া তুলিতে হইবে। আমরা না জাগিলে অন্ধকার দূর হইবে না। এই জন্য কাজী নজরুল ইসলাম বলিয়াছেন—‘আমরা যদি না জাগি মা কেমনে সকাল হবে?’ সুতরাং একজন নাগরিক হিসাবে আমাদেরও কর্তব্য রহিয়াছে অনিয়মকারীর বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়িয়া তোলা। ইহাদের বিরুদ্ধে জাগরণ সৃষ্টি করা প্রয়োজন। এই জন্য আমাদের ঐক্যবদ্ধ থাকিতে হইবে।

সচেতন জনগণ যদি ‘এক’ থাকে, তাহা হইলে তাহাদের ভাগ্য লইয়া কেহ ছিনিমিনি খেলিতে পারিবে না। মনে রাখিতে হইবে, উন্নয়নকাজের প্রশ্নে কোনো রাজনীতি করা উচিত নহে। স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী পার হইলেও আমাদের এখনো অনেক কাজ বাকি রহিয়াছে। লুটপাট বন্ধ করা না গেলে কাঙ্ক্ষিত উন্নয়নকাজ কখনই সম্পন্ন করা যাইবে না। আর ইহার জন্য প্রয়োজন সকলের ঐক্য। মহাবিশ্বের দিকে তাকাইয়া আমরা দেখিতে পাই, পুঞ্জীভূত মহাশক্তিই এই জগতের প্রতিটি স্তরে স্তরে। সুতরাং ঐক্যই হইল জগতের সবচাইতে বড় শক্তি। আমাদের ধর্মে পারস্পরিক ঐক্য, মৈত্রী ও সম্প্রীতিকে অত্যন্ত প্রশংসনীয় এবং মানবজাতির জন্য কল্যাণকর বলিয়া মনে করা হয়। ইসলামে মুমিনদের পারস্পরিক সম্পর্ক ভ্রাতৃত্বের। এই ভ্রাতৃত্ব ও ঐক্য বজায় রাখিবার ব্যাপারে মহান আল্লাহ তাআলা বলিয়াছেন, ‘নিশ্চয়ই মুমিনরা পরস্পর ভাই ভাই।’ (সুরা-৪৯ হুজরাত, আয়াত :১০) ‘এই যে তোমাদের জাতি, এই তো একই জাতি আর আমি তোমাদের পালনকর্তা, অতএব তোমরা (ঐক্যবদ্ধভাবে) আমারই ইবাদত করো।’ (সুরা-৯ তওবা, আয়াত : ৯২)। বেইমান, অবৈধ উপার্জনকারী অন্যায়কারীদের বিরুদ্ধে আমাদের ঐক্যসাধন প্রয়োজন। বিভাজন নহে, ঐক্যই উন্নয়নের সবচাইতে বড় সহায়ক।

• • • • • • • • • • • •

মার্কিন বিশ্ববিদ্যালয়গুলো কি স্বাধীনতা হারাচ্ছে?/২

ইহুদি শিক্ষার্থীদের নিরাপত্তা ইস্যুতে ‘যথেষ্ট জোরালো’ অবস্থান নিতে না পারার অভিযোগে ইউনিভার্সিটি অব পেনসিলভানিয়ার প্রেসিডেন্ট লিজ ম্যাগিলকে পদত্যাগ করেছেন। একই অভিযোগে হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রেসিডেন্ট ক্লডিন গে ও স্যালি কর্নব্লাথের পদত্যাগের দাবি উঠছে। তবে এই সবকিছুকে ছাপিয়ে আইভি লিগ-ভুক্ত প্রতিষ্ঠানগুলো এখন নতুন এক প্রশ্নের মুখোমুখি। তা হলো, কোনো এক বা একাধিক গোষ্ঠীর দাবিতে প্রেসিডেন্টকে পদত্যাগে বাধ্য করার এই রীতি কি যুক্তরাষ্ট্রের একাডেমিক ফ্রিডমকে (শিক্ষাব্যবস্থার স্বাধীনতা) বাধাগ্রস্ত করতে চলেছে? লিখেছেন **শেখ সাবিহা আলম**।

STOP THE GENOCIDE IN GAZA
APARTHEID
HARVARD OUT
O CCUPIED
ESTINE

ইউনিভার্সিটি অব পেনসিলভানিয়ার প্রেসিডেন্ট লিজ ম্যাগিল হামাসের হামলার নিন্দা জানিয়ে দু-দুটো বিবৃতি দেন এই হামলা নিয়ে। ইসরায়েলে হামাসের হামলার আগে গত সেপ্টেম্বরে অনুষ্ঠিত এক সাহিত্যসভার প্রসঙ্গটি আবার আলোচনায় নিয়ে আসেন কেউ কেউ। অনুষ্ঠানটি ছিল প্যালেস্টাইন রাইটার্স লিটারেচার ফেস্টিভ্যাল।

১২ সেপ্টেম্বরেই প্রেসিডেন্টের অফিস বিবৃতি দিয়ে জানিয়ে রেখেছিল, অংশগ্রহণকারীদের কারও কারও ইহুদি বিদ্বেষের প্রমাণ আছে। বিশ্ববিদ্যালয় এই বিদ্বেষ অনুমোদন করে না। তবে বিশ্ববিদ্যালয় মতপ্রকাশ ও স্বাধীনভাবে মতবিনিময়কে জোরালো সমর্থন জানায়।

এই সম্মেলনের আগেই বিলিয়নিয়ার দাতা রোনাল্ড লডার পেন প্রেসিডেন্ট ম্যাগিলকে এই উৎসব বাতিলের আহ্বান জানান। তিনি বলেন, এই সভা পেনের সম্মানের ওপর আঘাত, যে ক্ষত শুকাতে অনেক সময় লাগবে।

ইয়েল বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষও কড়া ভাষায় ইসরায়েলে হামাসের হামলার নিন্দা জানায়। তবে বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক যারিনা গ্রেওয়ালের একটি টুইট নিয়ে বিতর্ক সৃষ্ট হয়। তিনি বলেন ইসরায়েল একটি খুনে, গণহত্যাকারী ঔপনিবেশিক শক্তি এবং ফিলিস্তিনিদের সশস্ত্র সংগ্রামের মাধ্যমে এটি প্রতিহত করার অধিকার আছে।

৬ নভেম্বর ইয়েলের শিক্ষকেরা ‘গাজা আন্ডার সিজ’ (অবরুদ্ধ গাজা) নামে একটি সভা আয়োজন করেন। কয়েকজন ছাত্রছাত্রী অভিযোগ করেন, ওই সভায় সবাইকে প্রবেশ করতে দেওয়া হয়নি। বিশেষ করে ইহুদিদের ধর্মীয় চিহ্ন আছে এমন ছাত্রছাত্রীদের।

ইয়েল ডেইলি নিউজ জানাচ্ছে, ইয়েল বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রেস হপার কলেজের বাইরে ফিলিস্তিনের মৃত্যু হোক এমন কথা লেখা ছিল। এর উত্তরে কর্তৃপক্ষ বলেছে, আমাদের পরস্পরের পরস্পরকে সহ্য করে নিতে হবে।

প্রিন্সটন ইউনিভার্সিটির প্রেসিডেন্ট ক্রিস্টোফার এইজগ্রুবার বিবৃতিকে নিন্দা জানিয়ে বিবৃতি দেন। ইসরায়েল ও ফিলিস্তিনিদের পক্ষাবলম্বী ছাত্রসংগঠনগুলোও জমায়েত হয়। তবে অন্য বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর তুলনায় প্রতিবাদের ধরন ছিল শান্ত।

হামাসের হামলার আগে মার্কিন রিপ্রেজেন্টেটিভ জশ গোথেইমার বিশ্ববিদ্যালয়টির একটি কোর্স নিয়ে প্রশ্ন তোলেন। কোর্সটির নাম ‘দ্য হিলিং হিউম্যানিটিজ: ডিকলোনাইজিং ট্রমা স্টাডিজ ফ্রম গ্লোবাল সাউথ’।

বিশ্ববিদ্যালয়গুলো যে ধরনের প্রতিক্রিয়ার মুখোমুখি

হার্ভার্ডের কয়েকটি ছাত্রসংগঠনের বিবৃতির প্রেক্ষাপটে প্রথম ধাক্কায় হার্ভার্ডের সাবেক প্রেসিডেন্ট ল্যারি সামার্স বলেন, সন্ত্রাসী হামলার পক্ষে হার্ভার্ডের ছাত্রছাত্রীদের বিবেকবর্জিত অবস্থান তাঁকে পীড়া দিচ্ছে।

তবে হার্ভার্ডের সাবেক এক ছাত্র, ধনকুবের ও হেজ ফান্ড সিইও বিল অ্যাকমেন প্রথম দিন থেকে এক্স হ্যান্ডেলে ধারাবাহিকভাবে পোস্ট করে ইসরায়েলপন্থীদের পক্ষে জনমত গঠন করে যেতে থাকেন। তিনি বিবৃতিদাতা ছাত্রছাত্রীদের নাম প্রকাশ ও তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার দাবি জানান। এই ছাত্রছাত্রীরা যেন কোথাও চাকরি না পায় সেই দাবিও তোলেন। সবশেষ ক্লডিন গের পদত্যাগের দাবি জানিয়ে বিশ্ববিদ্যালয় পরিচালনা পর্ষদকে চিঠি দেন। তাঁর সঙ্গে সুর মেলান আরও অনেকে।

দ্রুতই আমরা দেখতে পাই , ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে যারা খ্যাতনামা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষানবিশ হিসেবে কাজ করছিলেন, প্রতিষ্ঠানগুলো তাঁদের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করেছে। একটু দেরিতে হলেও বিশ্ববিদ্যালয়গুলো শৃঙ্খলা বিরোধী কর্মকাণ্ডের অভিযোগে বেশ কয়েকজন ছাত্রছাত্রীর বিরুদ্ধে তদন্ত শুরু করে। ইসরায়েলপন্থী ধনকুবেরদের অনেকে বিশ্ববিদ্যালয় থেকে তহবিল প্রত্যাহার করে নেয়।

ফ্রম দ্য রিভার টু দ্য সি– এই স্লোগান নিয়ে তৈরি হয়েছে নানা বিতর্ক। ফিলিস্তিনের সমর্থনে ক্যালিফোর্নিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে বিক্ষোভ।

এর প্রথম শিকার হয় কর্নেল ইউনিভার্সিটি, হার্ভার্ড ও ইউনিভার্সিটি অব পেনসিলভানিয়া। সম্পর্কচ্ছেদের ঘোষণা যাঁরা দেন তাঁদের মধ্যে অন্যতম ভিক্টোরিয়াস সিক্রেটের বিলিয়নিয়ার লেসলি ওয়েক্সনার এবং তাঁর স্ত্রী আবিগাইল।

দ্য ওয়েক্সনার ফাউন্ডেশন বিবৃতি দিয়ে জানায়, তাঁদের ইসরায়েলি ফেলোদের অনেকেই প্রান্তিক ও পরিত্যক্তবোধ করছেন। বয়কট, ডাইভেস্ট, স্যাংশন (বিডিএস) নামের অপর একটি আন্দোলন থেকে ইসরায়েলের ওপর নিষেধাজ্ঞা দাবি করা হচ্ছে। এসবই তাদের বিরক্তির কারণ।

ইহুদি ছাত্ররা অনিরাপদ বোধ করছে—এমন অভিযোগ তুলে কংগ্রেস শুনানিতে ডাকে হার্ভার্ড, ইউনিভার্সিটি অব পেনসিলভানিয়া ও এমআইটির প্রেসিডেন্টকে। তাঁরা জেরার মুখে মাপা মাপা কথা বলে ব্যাপক বিতর্কের মুখে পড়েন। পত্রপত্রিকাগুলো ফলাও করে এই খবর ছাপে। পেন প্রেসিডেন্ট ম্যাগিলের সঙ্গে কংগ্রেস সদস্য এলিস স্টেফানিকের কথোপকথন ছিল এমন—

কংগ্রেস ওম্যান এলিস স্টেফানিক: মিস ম্যাগিল, ইহুদিদের গণহত্যার ডাক দেওয়া কি পেনের আইন বা আচরণবিধি বিরোধী? হ্যাঁ নাকি না?

ম্যাগিল: এই ভাষ্য যদি আচার-আচরণে প্রকাশ পায়, তাহলে তা হয়রানি বলে গণ্য হবে।

স্টেফানিক: আমি নির্দিষ্টভাবে জানতে চাই, ইহুদিদের গণহত্যার ডাক দেওয়া কি হয়রানি বলে গণ্য হবে?

ম্যাগিল: এটা যদি নির্দিষ্ট কাউকে উদ্দেশ করে বলা হয়, কঠোর বা ব্যাপকভাবে তাহলে এটা হয়রানি হবে।

স্টেফানিক: তার মানে জবাব হলো, ‘হ্যাঁ’

ম্যাগিল: এটা প্রেক্ষাপটের ওপর নির্ভর করছে।

স্টেফানিক: প্রেক্ষাপট বিবেচনায় ইহুদিদের গণহত্যার ডাক দেওয়া হয়রানি বলে গণ্য হবে না? আমি আপনাকে খুব সহজ একটা প্রশ্ন করছি। তার মানে আপনি আপনার সাক্ষ্যে হ্যাঁ উচ্চারণ করবেন না? হ্যাঁ নাকি না?

ম্যাগিল: এই ভাষ্য যদি আচরণে পরিণত হয়, তাহলে এটা হয়রানি বলে গণ্য হবে। সে ক্ষেত্রে জবাব হলো হ্যাঁ।

স্টেফানিক: আচরণ বলতে কি বোঝাচ্ছেন? গণহত্যা ঘটানো? ভাষ্য হয়রানি বলে গণ্য হবে না? এটা অগ্রহণযোগ্য। আমি আপনাকে আর একটা সুযোগ দিচ্ছে। সারা বিশ্ব আপনাকে দেখছে। ইহুদিদের গণহত্যার ডাক দেওয়া কি পেনের আইন বা আচরণবিধি বিরোধী? হ্যাঁ নাকি না?

ম্যাগিল: এটা হয়রানি বলে গণ্য হতে পারে।

অপর দুই প্রেসিডেন্ট ক্লডিন গে এবং স্যালি কর্নব্লাথের কথোপকথনও ছিল একই ধাঁচের। এলিস স্টেফানিকসহ ৭০ জন এবং হোয়াইট হাউস প্রতিনিধি তাঁদের পদত্যাগের দাবি তোলেন। শুরু থেকেই এমআইটির প্রেসিডেন্ট স্যালি কর্নব্লাথের পাশে দাঁড়িয়েছিল পর্ষদ। কিন্তু লিজ ম্যাগিল পদত্যাগ করতে বাধ্য হন। ক্লডিন গে আরও সুস্পষ্ট অবস্থান নিতে না পারার ব্যর্থতা শিকার করে ক্ষমা প্রার্থনা করেন। এলিস স্টেফানিক এক্স হ্যান্ডলে লেখেন, একজন গেল, রইল বাকি দুই। তাঁর এই টুইট শেয়ার করেন অনেকে।

বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর স্বাধীনতা কি হুমকির মুখে?

দাতাদের তহবিল প্রত্যাহার, রাজনীতিকদের হুমকি-ধামকি, প্রেসিডেন্টদের পদত্যাগ দাবির প্রেক্ষাপটে দু’ ধরনের চ্যালেঞ্জের কথা বলেছেন পর্যবেক্ষকেরা। বিশ্ববিদ্যালয়গুলো কি দীর্ঘ মেয়াদে টিকে থাকতে পারবে? তারা কি শিক্ষা ও গবেষণা খাতে আগের মতোই স্বাধীনভাবে সিদ্ধান্ত নিতে পারবে? না চাপের মুখে নতি স্বীকার করবে?

সংবাদপত্রগুলো জানায়, বড় দাতাদের এই অবস্থানের দরুন স্বল্পমেয়াদে বিশ্ববিদ্যালয়গুলো খুব একটা সমস্যায় পড়বে না। তবে দীর্ঘ মেয়াদে ঝুঁকিতে পড়তে পারে। কারণ, যুক্তরাষ্ট্রে বিশ্ববিদ্যালয়গুলো চলে মূলত দাতাদের অর্থে। সাম্প্রতিক বছরগুলোয় এই অনুদানের পরিমাণ আরও বেড়েছে। বলা হয়ে থাকে যুক্তরাষ্ট্রে ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানগুলোর পরই সবচেয়ে বেশি অনুদান পেয়ে থাকে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলো।

এই দাতারা অর্থছাড়ের সঙ্গে কিছু অগ্রাধিকার ঠিক করে দেয়। যেমন বিশ্ববিদ্যালয়ের সুযোগ-সুবিধা বাড়ানো, গবেষণা, ক্যাম্পাসে প্রযুক্তিগত উন্নয়ন, খেলাধুলা, বৃত্তি এবং দরিদ্র ছাত্রদের আর্থিক সহায়তা ইত্যাদি। গত বছর হার্ভার্ডের ৫ দশমিক ৮ বিলিয়ন মার্কিন ডলার আয়ের ৪৫ শতাংশ এসেছে মহানুভব ব্যক্তিদের কাছ থেকে।

ইউনিভার্সিটি অফ পেনসিলভানিয়ার প্রেসিডেন্ট চাপের মুখে পদত্যাগ করেছেন। এমআইটির প্রেসিডেন্ট স্যালি কর্নব্লাথের মতো হার্ভার্ডের প্রেসিডেন্ট ক্লডিন গে পরিচালনা পর্ষদ হার্ভার্ড করপোরেশনের পূর্ণ সমর্থন পেয়েছেন।

গত মঙ্গলবার হার্ভার্ডের ৩৮৬ বছরের ইতিহাসে প্রথম আফ্রিকান আমেরিকান নারী প্রেসিডেন্টের পক্ষে থাকার ঘোষণা দেয় করপোরেশন।

এক বিবৃতিতে তারা বলেছে, ‘হার্ভার্ডে আমরা মুক্ত আলোচনা ও অ্যাকাডেমিক ফ্রিডমকে সমর্থন করি। আমরা সবাই দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি, আমাদের ছাত্রছাত্রীদের প্রতি সহিংসতা ও শ্রেণিকক্ষের কাজ ব্যাহত করা কোনোভাবেই সহ্য করা হবে না। হার্ভার্ডের উদ্দেশ্য হলো, জ্ঞান, গবেষণা ও আবিষ্কারের মাধ্যমে গভীরতম সামাজিক ইস্যুর মোকাবিলা করা ও গঠনমূলক আলোচনা করা। আমরা বিশ্বাস করি ক্লডিন গে এই কাজকে এগিয়ে নিতে নেতৃত্ব দেবেন।’

তারপরও সংশয় কিন্তু থেকেই গেল। ইউনিভার্সিটি অফ পেনসিলভানিয়ার প্রেসিডেন্ট লিজ ম্যাগিলের পর বিশ্ববিদ্যালয়ের বোর্ড অফ ট্রাস্টিজের চেয়ারম্যান স্কট বকও পদত্যাগ করেছেন।

নতুন প্রেসিডেন্ট কি চাপমুক্তভাবে কাজ করতে পারবেন? সব ছাত্রছাত্রীর জন্য নিরাপদ ক্যাম্পাস নিশ্চিত করা কি সম্ভব হবে? মুক্তমত ও পথের চর্চার সুযোগ কি অক্ষুন্ন থাকবে নাকি অর্থ ও রক্ষণশীল রাজনীতির কাছে আত্মসমর্পণ করতে হবে প্রতিষ্ঠানগুলোকে?

শেখ সাবিহা আলম প্রথম আলোর সহকারী সম্পাদক

যোগেন্দ্র যাদব

২০২৪-এর লড়াই শেষ হয়ে যায়নি

২০০৪ সালের লোকসভা নির্বাচনের প্রাক্কালে, আমি একটি নিবন্ধ লিখেছিলাম ‘Never Mind the Pollsters, the Race is Still Open’ (দ্য হিন্দু, মার্চ ১৫, ২০০৪)। যেখানে বলা হয়েছিল: ‘ইন্ডিয়া শাইনিং’ সম্পর্কে প্রচার হওয়া সত্ত্বেও, নির্বাচনী সংখ্যার প্রতি এক নিরপেক্ষ দৃষ্টিভঙ্গি থেকে পরিস্কার দেখা যাচ্ছে যে বিজেপির পরাজয়ের একটি সম্ভাবনা আছে। সম্প্রতি তিন বিধানসভা নির্বাচনের ফলে চারপাশে বিজেপির হ্যাটট্রিকের হাওয়া প্রচারের পরিপ্রেক্ষিতেও বলা দরকার: দরবারি মিডিয়ারা কিছু মনে করবেন না, দৌড় এখনও বাকি আছে।

আমি যে কথা বলছি তা এবার আমাকে স্পষ্ট করতে দিন। এতে কোনও সন্দেহ নেই যে, মধ্যপ্রদেশ, রাজস্থান এবং ছত্তিশগড়ের ফলাফল কংগ্রেসের জন্য এবং যারা ২০২৪-এ গণতন্ত্র পুনরুদ্ধার দেখতে চায় তাদের জন্য একটি ধাক্কা। উত্তর ভারতের তিনটি রাজ্যে বিজেপির জয় তেলেঙ্গানায় কংগ্রেসের ঐতিহাসিক প্রত্যাবর্তনকে ছাপিয়ে গেছে। জাতীয় নির্বাচনের দৌড়ে বিজেপির জন্য অবশ্যই এটি এক অনুকূল অপটিক্স তৈরি করেছে। কিন্ত চারটি রাজ্যের এই ফলাফলে, নির্বাচনী গণিত আগে যেখানে দাঁড়িয়েছিল, তার কোন পরিবর্তন হয়নি। ২০২৪ এর প্রতিযোগিতার দরজা বিরোধীদের জন্য বন্ধ হয়ে গেছে এমনটা আমি দেখতে পাচ্ছি না। আমাদের এই দাবিটি ঠান্ডা মাথায় পরীক্ষা করা গুরুত্বপূর্ণ।

আসুন রাজ্য এবং আসনের পরিবর্তে আমরা ভোটের হিসেব করি। পাঁচটি রাজ্যের জন্য দুই দলের ভোট যোগ করি। সমস্ত রাজ্যে প্রাপ্ত ১২.২৯ কোটি ভোটের মধ্যে, বিজেপি ৪.৮২ কোটি ভোট পেয়েছে, যেখানে কংগ্রেসের রয়েছে ৪.৯২ কোটি (যদি আপনি INDIA - র সব দলগুলির ভোট অন্তর্ভুক্ত করেন তাহলে সংখ্যাটা ৫.০৬ কোটি)। মধ্যপ্রদেশ বাদে বিজেপির জয়ের ব্যবধান জনপ্রিয় ভোটের নিরিখে খুবই কম। তেলেঙ্গানায় বিজেপির থেকে কংগ্রেসের লিড, বাকি অংশে তার ঘাটতি মেটাতে যথেষ্ট। সুতরাং, যেভাবে বিজেপির জনপ্রিয়তার কথা ছড়ানো হচ্ছে এবং মিডিয়া হাইপ তোলা হচ্ছে, আসলে বিজেপি সাম্প্রতিক নির্বাচনে জনগনের তেমন ব্যাপক সমর্থন পায়নি।

আসুন আমরা এই ভোটগুলিকে সংসদীয় আসনে রূপান্তর করি। একটি চমক আছে. এই পাঁচটি রাজ্যে লোকসভায় ৮৩টি আসন রয়েছে, যার মধ্যে গত লোকসভা নির্বাচনে বিজেপি ৬৫টি-র মতো এবং কংগ্রেস মাত্র ৬টি আসন পেয়েছিল। এই রাজ্যগুলির নাগরিকরা যদি পরের বছর লোকসভা নির্বাচনে ঠিক একইভাবে ভোট দেয় যেমনটি তারা সাম্প্রতিক বিধানসভা নির্বাচনে করেছে, তাহলে লাভবান হবে কংগ্রেস, বিজেপি নয়। এই হ্যাটট্রিকের পরেও, ২০১৯ সালে পুলওয়ামা-পরবর্তী নির্বাচনে বিজেপি যে সমর্থন পেয়েছিল পারফরম্যান্স তার চেয়ে অনেক নীচে থেকে গেছে। আমরা যদি প্রতিটি সংসদীয় আসনের জন্য বিধানসভাভিত্তিক ভোট হিসেব করি, তাহলে মধ্যপ্রদেশে বিজেপি পাচ্ছে ২৪ এবং কংগ্রেস পাচ্ছে ৫ (২০১৯ সালে ছিল ২৮-১), ছত্তিশগড়ে বিজেপি পাচ্ছে ৮ এবং কংগ্রেস ৩ (২০১৯ সালে ছিল ৯-২), রাজস্থানে বিজেপি পাচ্ছে ১৪ এবং কংগ্রেস ১১ (২০১৯ সালে ছিল ২৪-০) এবং তেলেঙ্গানায় বিজেপি পাচ্ছে ০ এবং কংগ্রেস ৯ (২০১৯ সালে ছিল ৪-৩)। সব মিলিয়ে দাঁড়াচ্ছে বিজেপি মোট পাচ্ছে ৪৬টি আসন (১৯ আসন হাতছাড়া) এবং কংগ্রেস পাচ্ছে ২৮টি আসন (২২টি লাভ)। যদি আমরা INDIA জোটের ভোট একত্রিত করি, তাহলে সংখ্যাটি হবে বিজেপি ৩৮টি আসন এবং INDIA জোট ৩৬টি আসন। আমি বলছি না যে সংসদ নির্বাচনে এটাই সম্ভাব্য ফলাফল। কিন্তু এই গাণিতিক হিসেব এই ধারণাকে নস্যাৎ করে দেয় যে ইতিমধ্যেই বিজেপির জয়ে সিলমোহর পড়ে গেছে।

আসুন এখন এই সুস্পষ্ট যুক্তিটি বিবেচনা করা যাক যে লোকসভার ফলাফল বিধানসভার রায়ের অনুরূপ নাও হতে পারে। সেটা সত্য, আমরা ২০১৮ সালে বিজেপির পক্ষে এবং ২০০৪ সালে কংগ্রেসের পক্ষে একটি বিপরীতধর্মী অবস্থা দেখেছি। কিন্ত এই যুক্তির সমস্যা হল যে এটি উভয় দলের ক্ষেত্রেই এটা প্রযোজ্য। আগামী কয়েক মাসে বিজেপি যদি তার অবস্থানের উন্নতি করতে পারে, তাহলে কংগ্রেসও তা করতে পারে। আপনি এই পরিস্থিতিগুলির মধ্যে কোনটি বেশি সম্ভাবনাময় তা চয়ন করতে পারেন, তবে সাম্প্রতিক নির্বাচনের ফলাফল আগামী কোনও নির্বাচনের ফলাফলের ভিত্তি নয়। জাতীয় নির্বাচনের আগে বিজেপি তার ভোট প্রাপ্তির উন্নতি ঘটানোর বাধ্যবাধকতার কারণে ২০১৯-এর মত দুই নির্বাচনের মাঝে বালাকোটের ঘটনার স্মৃতি উসকে দেয়।

আসুন আমরা এক মুহূর্তের জন্য অনুমান করি যে বিজেপি আগামী কয়েক মাসে আরও উন্নতি করবে এবং লোকসভায় তিনটি হিন্দিভাষী রাজ্যেই গতবারের মত ঝড় তুলে জয়ী হবে। আরও অনুমান করুন যে একই ঘটনা গুজরাট, দিল্লি এবং হরিয়ানার মতো প্রতিবেশী রাজ্যগুলিতে ঘটবে। তাহলেও কি জাতীয় নির্বাচনের ফয়সালা হয়ে গেল? একদম নয়। কারণ বিজেপি ইতিমধ্যে এই রাজ্যগুলিতে সর্বোচ্চ স্তরে পৌঁছেছে। উত্তর-পশ্চিমের এই রাজ্যগুলিতে সুইপ করা জরুরি হলেও তা কিন্তু বিজেপির জন্য যথেষ্ট নয়। ২০২৪ সালের জন্য বিরোধী দলের গেম প্ল্যান এই রাজ্যগুলির উপর নির্ভরশীল নয়। এবার বড়ো করে ছবিটা দেখুন, ২০১৯ সালে বিজেপি ৩০৩টি আসন জিতেছিল, সংখ্যাগরিষ্ঠতার সংখ্যার চেয়ে মাত্র ৩০টি আসন বেশি। কেউ অস্বীকার করতে পারবে না যে বিজেপি বাংলায় (যেখানে এখন তার সমর্থন নিম্নমূখী), কর্ণাটকে (যেখানে, বিজেপি-জেডিএস জোট হয়ে লড়া বিধানসভা নির্বাচনের ফলাফল অনুসারে, কংগ্রেস ১০টি আসন পাবে), মহারাষ্ট্রে (যেখানে বিজেপি এমভি এর সম্মুখীন), বিহার (নতুন মহাজোটের বিরুদ্ধে লড়তে হবে) এবং উত্তরপ্রদেশের (যেখানে ২০২২ সালের বিধানসভার ফলাফলের পুনরাবৃত্তি হওয়া মানেও বিজেপি ১০টি আসন হারাতে পারে)। এর সাথে হিমাচলপ্রদেশ, হরিয়ানা, তেলেঙ্গানা এবং আসামে প্রায় নির্দিষ্ট কিন্তু সামান্য ক্ষতি যোগ করুন। বিজেপির এই ক্ষয়ক্ষতির যে কোনও সংখ্যা ধরলেই নিশ্চিতভাবে তা ৩০ ছাড়িয়ে যাবে। প্রশ্ন হল: বিজেপি সম্ভাব্য কোথায় তাদের ২০১৯ সালের সংখ্যায় বাড়তি আসন যোগ করতে পারে এবং এই ঘাটতি পূরণ করতে পারে?

আমি বলছি না যে বিজেপির ক্ষতি সামাল দেওয়া বা পূরণ করার কোনও উপায় নেই। আমি কেবল নির্বাচনী গণিতের এই দেওয়াল লিখনের দিকে ইঙ্গিত করে বলছি, আমাদের ঠান্ডা মাথায় ভেবে দেখা গুরুত্বপূর্ণ। ২০২৪-এর লড়াই শেষ হয়ে যায়নি। এখনও না। যদি না বিরোধী দলগুলো এই মনস্তাত্ত্বিক যুদ্ধের কাছে আত্মসমর্পণ করে এবং খেলা শুরুর আগেই ময়দান ছেড়ে চলে যায়।

অনুবাদ: শুভম সেনগুপ্ত

প্রথম নজর

জমে থাকা ৫৭টি হাতির দাঁত উচ্চ তাপমাত্রায় পোড়াল বন দফতর

সঞ্জীব মল্লিক ● বাঁকুড়া

আপনজন: দশ বছর ধরে জমে থাকা প্রায় ৫৭টি হাতির দাঁত নষ্ট করল বন দফতর। আজ বাঁকুড়ার বড়জোড়ায় বন দফতরের কড়া নজরদারিতে একটি চুল্লিতে উচ্চ তাপমাত্রায় এই হাতির দাঁতগুলি পুড়িয়ে ফেলে বন দফতর।

গত তিন দশকেরও বেশি সময় ধরে দলমা পাহাড় থেকে দলে দলে হাতি খাবারের খোঁজে এসে হাজির হয় বাঁকুড়ায়। বছরের একটা বড় সময় ধরে সেই হাতির দল থেকে যায় বাঁকুড়ায়। বাঁকুড়ায় আসা এই হাতির দলের দু একটি হাতি অসুস্থতা, বার্ধক্য ও অন্যান্য কারনে প্রায় প্রতি বছরই বাঁকুড়ার জঙ্গলে মারা যায়।

বন দফতরের নিয়ম অনুযায়ী মৃত হাতিগুলির দেহ ঘটনাস্থলেই পুড়িয়ে দেওয়া হয়। হাতির দেহ পোড়াতে যে ধরনের তাপমাত্রা তৈরী করা হয় তাতে হাতির দেহের অংশ পুড়ে গেলেও তার দাঁত অবিকৃত থেকে যায়। ফলে হাতির দাঁত চোরাচালানের ভয়ে মৃত হাতির দেহ পোড়ানোর আগেই তার দাঁত কেটে নেওয়া হয় বন দফতরের তরফে। গত দশ বছর ধরে বাঁকুড়া উত্তর, বাঁকুড়া দক্ষিণ ও বিষ্ণুপুর এই তিনটি বনবিভাগ মিলিয়ে মোট ৫৭ টি হাতির দাঁত বন দফতরের সংগ্রহে ছিল। ২০২৩ সালের এপ্রিল মাসে পাস হওয়া একটি আইন অনুযায়ী কোনো পরিস্থিতিতেই হাতির দাঁত ব্যবহার করা যাবে না। বন দফতরের সংগ্রহে থাকা দাঁত নষ্ট করে ফেলতে হবে বন দফতরকেই।

সেই আইন অনুযায়ী আজ বাঁকুড়ার তিনটি বনবিভাগ যৌথ ভাবে বাঁকুড়ায় সংগৃহিত হাতির ৫৭ টি দাঁত পুড়িয়ে ফেলার উদ্যোগ নেয়। বাঁকুড়ার বড়জোড়ায় বন দফতরের উচ্চ পদস্থ আধিকারিকদের উপস্থিতি ও কড়া নজরদারির মধ্যে তাপমাত্রা উৎপাদনক্ষম একটি চুল্লিতে হাতির ওই দাঁতগুলি পুড়িয়ে ফেলা হয়।

বাদুলিয়ার তৃতীয় বর্ষের মনের মেলায় চাঁদের হাট

মোল্লা মুয়াজ ইসলাম ● বর্ধমান

আপনজন: খণ্ডঘোষের বাদুলিয়ায় তিন বছর ধরে শুরু হয়েছে মনের মেলা। বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রার মাধ্যমে এই মনের মেলা সূচনা হয় ।উপস্থিত হয়েছিলেন রাজ্যের দুই মন্ত্রী তথা পঞ্চায়েত, গ্রাম উন্নয়ন ও সমবায় দপ্তরের মন্ত্রী প্রদীপ মজুমদার ও মন্ত্রি স্বপন দেবনাথ, এর সঙ্গে ওই অনুষ্ঠানে উপস্থিত হয়েছিলেন পূর্ব বর্ধমান জেলা পরিষদের সভাধিপতি শ্যামাপ্রসন্ন লোহার, সহ-সভাধিপতি গার্গী নাহা , এস ডি পি ও সুপ্রভাত চক্রবর্তী, সি আই সি সুব্রত ঘোষ , ও সি খণ্ডঘোষ রাজেশ মাহাতো ,জেলা পরিষদের সহকারী মেন্টর মোঃ ইসমাইল, জেলা পরিষদের কৃষি সেচ কর্মদক্ষ মেহবুব মন্ডল, বিশিষ্ট ছাত্রনেতা সেখ সাদ্দাম , জেলা পরিষদের জনসাস্থ্য ও পরিবেশ কর্মদক্ষ বিশ্বনাথ রায় সহ বহু বিশিষ্ট অতিথিরা। অনুষ্ঠানের মূল উদ্যোক্তা ছিলেন জেলা পরিষদের অধ্যক্ষ তথা খণ্ডঘোষ ব্লক তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি অপার্থিব ইসলাম।এই মঞ্চ থেকে মন্ত্রী প্রদিপ মজুমদার রাজ্যের বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কর্মসূচির প্রশংসা করে মমতা ব্যানার্জি প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন ।তিনি বলেন রাজ্যের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জির যা বলেন তা করেন। যে জায়গাগুলো গোলমাল বা সমস্যা আছে সেগুলো সাধারণ কিছু কর্মীর ভুলে বা তাদের দোষে হয়ে থাকে ।রাজ্যের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী সর্বদা মানুষের উন্নয়নের জন্য কাজ করে যাচ্ছেন। তিনি প্রত্যেক চাষীকে শস্য বীমা করার জন্য উদাত্ত আহ্বান জানান ওই মঞ্চ থেকে ।প্রদীপ মজুমদার বহুদিন থেকে চাষীদের বিমার জন্য বলে আসছেন । রাজ্যের মন্ত্রী স্বপন দেবনাথ মেলার এবং অপার্থিব ইসলামের প্রশংসা করেন। পাঁচ দিন ধরে এই মেলা বিভিন্ন ধরনের দ্রব্য সামগ্রী গ্রাম্য জিনিসপত্র নিয়ে বিভিন্ন দোকানদাররা ভিড় করেছেন।

পাঁচলার ধামিসায় পেপার মিলে ভয়াবহ আগুন

নিজস্ব প্রতিবেদক ● হাওড়া

আপনজন: হাওড়া জেলার পাঁচলার ধামসিয়ায় কাগজ তৈরির কারখানায় ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ড! মঙ্গলবার ভোরে পাঁচলা থানার ধামসিয়া এলাকায় আগুন লাগে বলে খবর। কারখানায় কাগজ-সহ অন্যান্য দাহ্য পদার্থ থাকায় দ্রুত আগুন চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ে! খবর দেওয়া হয় দমকলে। ঘটনাস্থলে পৌঁছায় দমকলের ৫টি ইঞ্জিন।

কারখানার জিনিসপত্র প্রচুর ক্ষতি হয়েছে বলে জানা গিয়েছে। যদিও কীভাবে আগুন লাগল তা এখনও স্পষ্ট জানা যায়নি।দমকল কর্মীদের প্রাথমিক অনুমান,শর্ট সার্কিট থেকেই এই আগুন লাগতে পারে।

স্থানীয় বাসিন্দারা জানিয়েছেন, আগুন লাগার সময়ে কারখানার ভিতরে বেশ কয়েকজন কর্মী ছিলেন। কিন্তু খুব দ্রুত তাঁরা বাইরে বেরিয়ে এসেছিলেন। ফলে কারখানার কোনও কর্মী এই ঘটনায় আহত হননি বলে দমকল সূত্রের খবর। এদিকে সকালে ঘুম থেকে উঠেই কারখানায় আগুন জ্বলতে দেখায় এলাকাবাসীরা আতঙ্কিত হয়ে পড়ে।

বিরোধীদের প্রতি হুঁশিয়ারি মালদা জেলা তৃণমূল সভাপতির

দেবাশীষ পাল ● মালদা

আপনজন: মালদার মালতীপুরে তৃণমূলের ব্লক সম্মেলন থেকে এর বিরোধীদের হুঁশিয়ার মালদা জেলা তৃণমূল কংগ্রেস সভাপতি এবং মালতি পুরের বিধায়ক আব্দুর রহিম বক্সির। তিনি বলেন,আমরা শোলে বই দেখেছি।শোলে বইয়ে একজন গাব্বর সিং ছিলেন। আমাদের দেশে একজন গাব্বর সিং আছেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী। তিনি ওই দিল্লি থেকে বলছেন তার ভয়ে পাচ্ছেন প্রত্যেকটা লোক।গাব্বর সিং এর ভয়ে লোক “মা বলতো সোজা বাচ্চা না তো গাব্বর সিং আ জায়েগা“।আমাদের রাজ্যের লোক স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর হুংকার বিভিন্ন ধরনের সিবিআই, ইডি, পুলিশ নির্যাতন,মিলিটারি শাসনের ভয়ে কারণ দিল্লিতে গাব্বর সিং বসে আছে। ওহে গাব্বর সিং জেনে রাখ যেভাবে শোলে বইয়ে গাব্বর সিংকে মাটিতে ফেলে ফেলে মারা হয়েছিল জনসাধারণ মেরেছিলেন। এবারও সেই দিল্লি থেকে গাব্বর সিং কে পশ্চিমবঙ্গের মানুষ শোলে বইয়ের গাব্বর সিং এর মত অবস্থা করবে জেনে রাখুন।আমরা তৈরি আছি লড়াইয়ের ময়দানে। এই মিছিল দেখে আমি বুক চিতিয়ে বলতে পারি ওহে দম্ভের কংগ্রেস।

নীতি ও গরীব জনসাধারণের ১০০ দিনের কাজের বকেয়া
সহ আবাস যোজনার টাকা আদায়ের স্বার্থে
বি ভ মিছিল
দলে দলে যোগ দিন
তৃণমূল
িসেম্বর, ২০২৩, সময়- দুপুর ২টা
তৃণমূল কংগ্রেস ক

আজকের এই মিছিল থেকে বলতে পারি ওহে বন্ধু সিপিএম তোমার জানা থাকতে পারে চক্রান্ত করছো। মালতি পুরের মাটিতে এসে গুলি দিয়ে লোককে খুন করে তৃণমূলের কন্ঠ রোধ করবা।দেখে নাও এই মহা মিছিল এবার সাবধান থাকো। তৃণমূল কংগ্রেস হাতে বালা পড়ে নাই।তৃণমূল কংগ্রেস যদি অর্ডার দেয় মমতা ব্যানার্জি তাহলে চাঁচল দুই নম্বর ব্লকের মাটি থেকে একটাও সিপিএম কংগ্রেস খুঁজে পাওয়া যাবে না। যে লড়াই চলবে শুধু বলে রাখি যে সি পি এম বন্ধু যারা ১০০ দিনের টাকার কথা বলেন না, বলে রাখি যে কংগ্রেস বন্ধু ১০০ দিনের টাকার কথা বলেন না, যে বিজেপিরা ১০ জন পুলিশ নিয়ে এলাকায় ঘুরে বেড়ায় সংসদ, যে বিজেপির বিধায়করা ১০ জন পুলিশ নিয়ে এলাকায় ঘুরে বেড়ায় তাদেরকে কি করতে হবে ঠিক করুন। একশো দিনের টাকা দেন না হলে তাদেরকে কি করতে হবে বেঁধে রাখার পরিকল্পনা করুন। যারা আজকের দিনে দাঁড়িয়ে তারা কোন কাজ না করে মানুষকে ঠকার জন্য গ্রামে গ্রামে চলে আসছে। তারা মানুষের কথা না বলে তারা মানুষকে মিথ্যা কথা বলার জন্য গ্রামে গ্রামে চলে আসছে। তারা আজকের দিনে দাঁড়িয়ে তৃণমূল কংগ্রেস কর্মীদেরকে সাধারণ মানুষের কাছে পৌঁছে যাওয়ার জন্য আবেদন করছি।

শৌচালয় তৈরিতে প্রাক্তন পঞ্চায়েত সদস্যের বিরুদ্ধে কারচুপির অভিযোগ

সারিউল ইসলাম ● মুর্শিদাবাদ

আপনজন: সরকারি প্রকল্পের শৌচালয় নিজের ব্যক্তিগত জমিতে তৈরি করার অভিযোগ উঠল এক প্রাক্তন পঞ্চায়েত সদস্যের বিরুদ্ধে। এই ঘটনায় রীতিমতো শোরগোল পড়েছে ভগবানগোলা দুই ব্লকের সরলপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের চক সরলপুর গ্রামে। স্থানীয় সূত্রে খবর, কেন্দ্রীয় পানীয় জল ও স্বাস্থ্য বিধান মন্ত্রকের উদ্যোগে এবং পঞ্চায়েতের ফিপটিনথ ফিন্যান্সের টাইড ফান্ড কে কাজে লাগিয়ে সর্বসাধারণের জন্য ওই শৌচালায় তৈরীর জন্য অর্থ বরাদ্দ হয়। প্রায় ৪ লক্ষ ২০ হাজার টাকা ব্যয়ে নির্মাণ হবে ওই শৌচালায়। সেই শৌচালয় নিজের ব্যক্তিগত জমিতে তৈরি করার অভিযোগ উঠল সেখানকার তৃণমূলের প্রাক্তন পঞ্চায়েত সদস্য আলমগীর হোসেনের বিরুদ্ধে। এই ঘটনায় সরলপুর গ্রাম পঞ্চায়েত এবং ভগবানগোলা দুই ব্লকের বিডিও -র কাছে গণস্বাক্ষর করে অভিযোগ জমা করেন স্থানীয় মানুষজন। বিডিও অনির্বাণ সাহু বলেন, ‘এই ধরনের অভিযোগ আমি পেয়েছি, ইতিমধ্যে সংশ্লিষ্ট এলাকার প্রধান কে রিপোর্ট জমা করতে বলা হয়েছে। ওই রিপোর্ট হাতে পেলে পরবর্তী পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে।’

স্থানীয় বাসিন্দারা দাবি করেন, ‘এলাকার মানুষকে অন্ধকারে রেখে ক্ষমতা প্রদর্শন করে নিজের ব্যক্তিগত জমির উপর ওই শৌচালায় তৈরি করছেন প্রাক্তন পঞ্চায়েত সদস্য। আমরা কোনভাবেই শৌচালয় ব্যক্তিগত জমিতে নির্মাণ হতে দেবো না, সর্বসাধারণের জন্য সরকারি জমির উপর শৌচালয় তৈরি করা হোক।’ অন্যদিকে যার বিরুদ্ধে অভিযোগ সেই প্রাক্তন পঞ্চায়েত সদস্য আলমগীর হোসেন স্বীকার করেন তার ব্যাক্তিগত জমিতে শৌচালায় তৈরি হচ্ছে। তিনি বলেন, ‘স্থানীয় বাসিন্দাদের মতামত নিয়ে ওই শৌচালায় নির্মাণ করা হচ্ছে। পঞ্চায়েতকে লিখিতভাবে জানিয়েছি শৌচালয় সাধারণ মানুষ ব্যবহার করতে পারবে। এরপরেও প্রশাসন যা সিদ্ধান্ত নেবে আমি তা মেনে নেবো।’

মানুষের দাবি মেনে খড়িবাড়ি মৎস্য বাজারে ড্রেনেজের কাজ শুরু

মনিরুজ্জামান ও ইস্রাফিল সেখ ● খড়িবাড়ি

আপনজন: কৃষিকাজ বাংলার অর্থনীতির চালিকাশক্তি হলেও কোনও দিক থেকে পিছিয়ে নেই জলাভূমি প্রবণ বাংলার মাছ চাষও। রাজ্যের অন্যতম মৎস্য আড়ৎ উত্তর ২৪ পরগনার হাড়োয়া বিধানসভা এলাকার বারাসাত ২ নম্বর ব্লকের কীর্ত্তিপুর ২ নম্বর পঞ্চায়েতের খড়িবাড়ি মৎস্য বাজার। স্থানীয় মানুষের দীর্ঘদিনের দাবি ছিল বাজার সংলগ্ন এলাকায় জল নিকাশি ব্যবস্থার দ্রুত সমাধানের। মানুষের সেই দাবিকে মান্যতা দিতে এগিয়ে এসেছিলেন স্থানীয় ৩৮ নম্বর জেলা পরিষদের সদস্য তথা বন ও ভূমি স্থায়ী সমিতির কর্মাধ্যক্ষ একেএম ফারহাদ।

কিছুদিন আগে স্থানীয় প্রশাসন ও ব্লক নেতৃত্বদের সঙ্গে নিয়ে সম্পূর্ণভাবে মৎস্য বাজার সহ পুরো এলাকা পরিদর্শন করেছিলেন তিনি। উল্লেখ্য, খড়িবাড়ি এলাকার উপর দিয়ে বয়ে যাওয়া বিদ্যাধরী নদী এখানকার জল নিকাশের একমাত্র পথ। বেলিয়াঘাটা কাঁচকল থেকে রাজারহাট রোডের উপর ছোটখাল ব্রিজের উপর নির্মিত ব্রিজের জন্য জলনিকাশের সমস্যার ফলেই বছরের বেশিরভাগ সময় এই মাছ বাজারসহ এলাকায় জল থৈ থৈ করে বলে স্থানীয় মানুষের অভিযোগ। ডেঙ্গু সহ অন্যান্য রোগের প্রার্দূভাব থেকে রক্ষা পেতে দ্রুত জল নিষ্কাশনের জন্য উদ্যোগী হতে দেখা যায় কর্মাধ্যক্ষ একেএম ফারহাদকে। ফারহাদ বলেন, মুখ্যমন্ত্রীর অনুপ্রেরণায় তৃণমূল স্তর থেকে মানুষের সঙ্গে জনসংযোগের মধ্যে দিয়ে কাজ করতে পারলে ভালো লাগে। খড়িবাড়ি মৎস্য বাজার রাজ্য তথা দেশের মাছ রপ্তানির ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা বহন করে চলেছে।এই বাজার মাছ চাষীদের কাছে আয়ের একটা বড় উৎস।স্থানীয় মানুষের দীর্ঘদিনের দাবি মতো দ্রুত জলনিকাশের বন্দোবস্ত করতে প্রশাসনের আধিকারিকরা তৎপরতার সঙ্গে কাজ শুরু করে দিয়েছেন। দ্রুত সমস্যার সমাধান হবে। মানুষের পরিষেবা দেওয়াই আমাদের একান্ত কর্তব্য বলে জানান ফারহাদ।

পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি মনোয়ারা বিবি বলেন, মানুষের পরিষেবা দেওয়াই আমাদের কাজ। তাকে ত্বরান্বিত করতে সকলের প্রচেষ্টা অব্যাহত থাকবে। মঙ্গলবার ড্রেনেজ সিস্টেমের কাজ তদারকিতে কর্মাধ্যক্ষ একেএম ফারহাদ সহ উপস্থিত ছিলেন পঞ্চায়েত সমিতির কর্মাধ্যক্ষ মান্নান আলী, কীর্ত্তিপুর ১ নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান তৃষ্ণা পাত্র, সমাজকর্মী হাজী মেসবাহউদ্দীন, হাজী দাউদ আলী, এসরাইল আলী, স্বপন ঘোষ প্রমুখ।

চিল্কিগড়-চাকুলিয়া রাস্তার বেহাল দশা

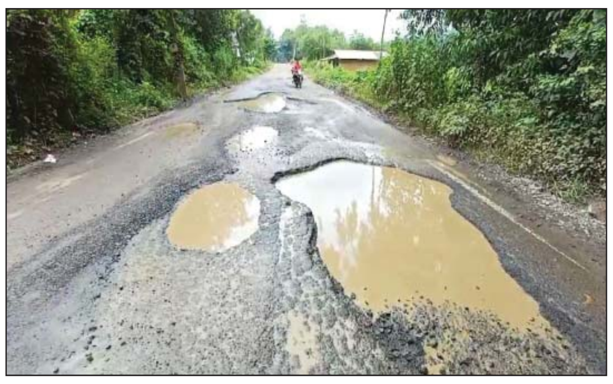

নিজস্ব প্রতিবেদক ● ঝাড়গ্রাম

আপনজন: জামবনি ব্লকের চিল্কিগড় থেকে পড়শি রাজ্য ঝাড়খণ্ডের চাকুলিয়া যাওয়ার রাস্তাটি দীর্ঘদিন ধরে বেহাল অবস্থায় রয়েছে। খানাখন্দে ভর্তি ওই রাস্তা দিয়ে যাতায়াত করতে সমস্যায় পড়ছেন কয়েক হাজার মানুষ ।পশ্চিমবঙ্গের ঝাড়গ্রাম জেলার জামবনি ব্লকের চিল্কিগড় থেকে ঝাড়খন্ড রাজ্যের পূর্ব সিংভূম জেলার চাকুলিয়া যাওয়ার একমাত্র ঐ রাস্তাটি এতটাই খারাপ যে একটু বৃষ্টি হলে ওই রাস্তা দিয়ে যাতায়াত করা অসম্ভব হয়ে পড়ে। জনবহুল ওই রাস্তাটি মেরামত করার কোন উদ্যোগ গ্রহণ করেনি প্রশাসন। যার ফলে জীবনের ঝুঁকি নিয়ে ওই রাস্তা দিয়ে যাতায়াত করেন বহু মানুষ। চিল্কিগড় থেকে চাকুলিয়া যাওয়ার ২৫ কিলোমিটার রাস্তাটি প্রায় তিন বছর আগে নামমাত্র মেরামত করা হয়েছিল । তাতেই রাস্তার এই অবস্থা হয়েছে। চাকুলিয়া থেকে খুব কম সময়ে এই রাস্তা দিয়ে চিল্কিগড় ও ঝাড়গ্রাম জেলা হাসপাতালে বহু রোগীকে চিকিৎসার জন্য নিয়ে আসেন চাকুলিয়া এলাকার বাসিন্দারা। কিন্তু রাস্তার বেহাল অবস্থার জন্য অ্যাম্বুলেন্সে রোগী নিয়ে আসতে কষ্ট হয়। সেইসঙ্গে ওই এলাকায় বেশ কয়েকটি বিদ্যালয়ে রয়েছে। তাই ওই রাস্তা দিয়ে ছাত্র-ছাত্রীদের যাতায়াত করতে সমস্যায় পড়তে হয়। সেই জন্য এলাকার বাসিন্দারা দ্রুত রাস্তাটি মেরামত করার দাবি জানিয়েছেন স্থানীয় প্রশাসনকে। কবে রাস্তাটি মেরামত করা হয় সেদিকে তাকিয়ে রয়েছেন এলাকার বাসিন্দারা।ঝাড়গ্রাম জেলার সাঁকরাইল ব্লকের রোহিনী থেকে কুলটিকরী পর্যন্ত প্রায় ৭ কিমি রাস্তার বেহাল দশা। যান চলাচলের একেবারে অযোগ্য হয়ে উঠেছে এই রাস্তাটি।তার জেরে প্রায় দিনই দুর্ঘটনার কবলে পড়ছেন পথ চলতি সাধারণ মানুষজনেরা। এই বিষয়ে সাঁকরাইল ব্লকের বিডিও রোহন ঘোষ জানান, রাস্তাটি অনেক বড়। পিডব্লুডিকে জানানো হয়েছে। রাস্তা দ্রুত সংস্কার হবে। স্থানীয় মানুষজনের অভিযোগ বারে বারে প্রশাসনকে জানানো হলেও প্রশাসন রাস্তা মেরামতির কোনো উদ্যোগ গ্রহণ করেনি। অভিযোগ রাস্তার চাঙ্গড় উঠে গিয়ে বড় বড় গর্তের সৃষ্টি হয়েছে।

বারুইপুরে তৃণমূল কর্মী খুনে মূল অভিযুক্তরা এখনও অধরা

নিজস্ব প্রতিবেদক ● বারুইপর

আপনজন: দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার বারুইপুরে তৃণমুল কর্মী খুনের ঘটনায় মুল দুই অভিযুক্ত আজিজুল শেখ ও সাদ্দাম শেখ এখনো অধরা। মুল অভিযুক্তরা এখনো গ্রেফতার না হওযায় ফুঁসছে গোটা এলাকা।

এদিকে জনরোষের কারণে অভিযুক্তদের বেশ কয়েকজনের বাড়ি ভাঙচুরের ঘটনা ঘটে। দুটি ভ্যান ভেঙে জলাশয়ে ফেলে দেওয়া হয়েছে। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে নতুন করে উত্তেজনা ছড়ায় বারুইপুরের বলবন এলাকায়। এলাকায় উত্তেজনা থাকায় পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছে। এই ঘটনায় এখনো পর্যন্ত ১৩ জনকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। শনিবার রাতে এক ব্যক্তিকে কুপিয়ে খুনের অভিযোগ। বারুইপুরের মদারাট পঞ্চায়েতের বলবন এলাকার ঘটনা। মৃতের নাম সাইদুল আলি শেখ। পেশায় গাড়ি চালক সাইদুলকে শনিবার রাতে এলাকার একটি মাঠে নিয়ে গিয়ে বেধড়ক মারধর করে ধারাল অস্ত্র দিয়ে কোপানো হয় বলে অভিযোগ। গুরুতর জখম অবস্থায় বারুইপুর হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। রাতে সেখানেই তাঁর মৃত্যু হয়। স্থানীয় সূত্রের খবর, জমিজমা নিয়ে দীর্ঘদিন ধরে সাইদুলের সঙ্গে ঝামেলা চলছিল এলাকার লোকজনের। তার জেরে খুন করা হতে পারে বলে মনে করছেন কেউ কেউ। পরিবারের সদস্যের দাবি, সাইদুলকে হিংসা করত এলাকার লোকজন। তার জেরে তার উপর হামলা চালানো হয় বলে অভিযোগ। পুলিশ ঘটনার তদন্ত করছে। তবে মূল অভিযুক্তদের ধরতে ব্যাপক তল্লাশি শুরু হয়েছে।

মুক্তিযুদ্ধে শহিদ ভারতীয় সেনাদের স্মরণ হিলিতে

অমরজিৎ সিংহ রায় ● বালুরঘাট

আপনজন: দিনটা ১৯৭১ সালের ১২ ডিসেম্বর। পাকিস্তান সেনার হাতে শহিদ হয়েছিল বাংলাদেশ মুক্তি যুদ্ধে সামিল একসঙ্গে শতাধিক ভারতীয় সেনা। অবশ্য পাল্টা আক্রমণ হেনে হাজার হাজার পাকিস্থান সেনাকে একসঙ্গে খতম করে ভারতীয় সেনারাই স্বাধীনতা এনে দিয়েছিল বাংলাদেশকে। ভারত-বাংলাদেশের সীমান্তবর্তী দক্ষিন দিনাজপুর জেলার হিলি এলাকায় ৪০০ শতাধিক সেনার মর্মান্তিক মৃত্যু ইতিহাস আজও স্মরণীয়। দেশের এই শহিদ বীরদের হিলির ফুটবল ময়দানে দাহ করা হয়েছিল একসঙ্গে।সেখানে ভারতীয় সেনার পক্ষ থেকে শহীদ বেদী তৈরি করে রাখা হয়েছে স্মৃতির উদ্দেশ্যে। তবে প্রতি বছরের মত এবার ১২ ডিসেম্বরে এই দিনটি পালন হয়নি সেনাবাহিনীর ব্যস্ততার কারণে। এদিন হিলি ফুটবল ময়দানে উপস্থিত দক্ষিণ দিনাজপুর জেলা পরিষদের সভাধিপতি চিন্তা মনি বিহা, ভারতীয় সেনার মেজর জেনারেল অজয় ফিরোজ শাহ সহ বিএসএফ এর অন্যান্য আধিকারিকরা। সেখানে ব্রিগেডিয়ার, কমান্ডার সহ উপস্থিত সকলেই পুস্পার্ঘ নিবেদন ও সেলুট এর মাধ্যমে যথাযোগ্য সন্মান নিবেদন করেন। উথ্যাপন করা হয় ১৯৭১ এর ভারত-পাকিস্থান যুদ্ধ এবং সেখানে ভারতীয় সেনার ভূমিকা। এবিষয়ে বি.এস.এফ এর মেজর জেনারেল অজয় ফিরোজ শাহ জানান, ‘স্মৃতির উদ্দেশ্যে থাকা ওই শহিদ বেদিতে প্রতিবার সম্মান জ্ঞাপন করা হয়। এবারও একই ভাবে সম্মান জ্ঞাপন করা হল। প্রশিক্ষণ শিবিরে ব্যস্ত থাকার কারণে এই বছর ১২ ডিসেম্বরের পরিবর্তে ১৯ ডিসেম্বর এই দিনটি মর্যাদার সাথে পালন করা হল।’

ছড়িয়ে-ছিটিয়ে

তারাপীঠ মন্দিরে নতুন নির্দেশিকা জারি

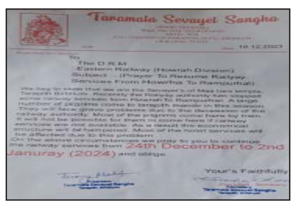

Taramata Sevayet Sangha

18.12.2023

To
The D.R.M
Eastern Railway (Howrah Division)
Subject :- (Prayer To Resume Railway Services From Howrha To Rampurhat)

24th December to 2nd Januray (2024)

Your's Faithfully

আজিম সেখ ● বীরভূম

আপনজন: সাধক বামাক্ষ্যাপার অন্যতম সিদ্ধপীঠ এই তারাপীঠ। বীরভূমের তারাপীঠ স্টেশন কিংবা রামপুরহাট স্টেশন থেকে মাত্র ১৫ মিনিটের মধ্যে পৌঁছে যাওয়া যায় এই তারাপীঠ মন্দিরে। প্রত্যেকদিন এই তারাপীঠে হাজার হাজার মানুষের ভিড় জমে।কৌশিক আমাবস্যা উপলক্ষে সেই ভিড় পেরিয়ে যায় কয়েক লক্ষ। তারাপীঠ মন্দির থেকে মাত্র ২ কিলোমিটার দূরে রয়েছে সাধক বামাক্ষ্যাপার জন্মভিটে। সেখানেও দর্শনার্থীদের ভিড় জমে।তবে এবার তারাপীঠ আসতে গেলে আপনাদের বেশ কিছু নিয়মের মান্যতা দিতে হবে। তারাপীঠ মা তারা মন্দিরে এসে মায়ের পূজো দেওয়ার পর মায়ের সাথে একটা ছবি তোলার ইচ্ছে সকলেরই থাকে। তবে ১৮ ডিসেম্বর থেকে সেই ইচ্ছায় ঘাটা পড়তে চলেছে দর্শনার্থীদের। তারাপীঠ তারামাতা সেবাইত সংঘ এবং মন্দির কমিটির তরফ থেকে একটি নির্দেশিকা জারি করা হয়েছে সেখানে জানানো হয় মা তারার গর্ভগৃহে ছবি তোলা এবং মায়ের সঙ্গে ছবি তোলা (সেলফি) সম্পূর্ণভাবে নিষিদ্ধ।

সালারে মিশনে আলোচনা সভা

বিশেষ প্রতিবেদক ● সালার

আপনজন: মুর্শিদাবাদ জেলার ভরতপুর সালারে গড়ে উঠেছে জি ডি স্টাডি সার্কেলের মধ্যে অন্যতম আবাসিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হল সালার ইনফিনিটি মিশন। মিশন প্রাঙ্গণে এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয় বিষয় ছিল আধুনিক সময়ে ইংরেজি শিক্ষার গুরুত্ব। এদিন আলোচনা সভায় উপস্থিত ছিলেন পাবলিক সার্ভিস কমিশনের প্রাক্তন চেয়ারম্যান আইএএস আলহাজ্ব শেখ নুরুল হক। ভরতপুর দু’নম্বর ব্লকের বিডিও সন্দীপ মিশ্র, জয়েন্ট বিডিও কেতুগ্রাম দু নম্বর ব্লকের তারিফ ইসলাম,সালার ইনফিনিটি মিশনের সম্পাদক শেখ সিরাজউদ্দিন, প্রিন্সিপাল মণমিত ভট্টাচার্য, রফিকুল রসুল (কমল মাস্টার), বিশিষ্ট সমাজসেবী সেখ আহাসান আলী সহ শিক্ষা দরদী সহ সমাজের বিশিষ্ট জনেরা। আমন্ত্রিত অতিথিবৃন্দ সকলেই ইংরেজি শিক্ষার গুরুত্ব ও তাৎপর্য তুলে ধরেন, কারণ শিক্ষা ছাড়া কোন জাতি বাঁচতে পারে না।

দুয়ারে শিবিরে বিডিও রিয়াজুল হক

সুরজীৎ আদক ● উলুবেড়িয়া

আপনজন: উলুবেড়িয়া-১নং ব্লক প্রশাসনের সহযোগিতায় ও কালীনগর গ্রাম পঞ্চায়েতের আয়োজনে দুয়ারে সরকার ক্যাম্পে প্রতিটি সরকারী পরিষেবার মধ্যে লক্ষীর ভাণ্ডার এবং চোখের আলো শিবিরে উপভোক্তাদের ভীড় ছিল চোখে পড়ার মত।শিবিরে উপস্থিত ছিলেন উলুবেড়িয়া-১নং ব্লক সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিক এইচ এম রিয়াজুল হক,যুগ্ম ব্লক সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিক লিপিকা রায়,পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি অতীন্দ্র শেখর প্রামাণিক,কালীনগর গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান সেখ দেরেশাদ হোসেন,সমাজসেবী সেলিম মোল্লা,ব্লকের কর্মী নাজির হোসেন, সৌনাক গাঙ্গুলি প্রমুখ।

আল আহলিকে বিদায় করে ফাইনালে ফ্লুমিনেস

আপনজন ডেস্ক: আল আহলির বিদায়ঘন্টা বাজিয়ে ক্লাব বিশ্বকাপের ফাইনালে ফ্লুমিনেস। জেদ্দার কিং আব্দুল্লাহ স্পোর্টস সিটির ম্যাচে ব্রাজিলিয়ান ক্লাবটি ২-০ গোলে হারিয়েছে মিসরীয় প্রতিপক্ষকে।
ফাইনালে ফ্লুমিনেস খেলবে ইংল্যান্ডের ম্যানচেস্টার সিটি এবং জাপানের উরায়া রেড ডায়মন্ডস ক্লাবের জয়ীর সঙ্গে। আজ রাতে দ্বিতীয় সেমিফাইনালে মুখোমুখি হবে এই দুই ক্লাব। ফ্লুমিনেসের দায়িত্বে ব্রাজিল জাতীয় দলের অন্তরবর্তী কোচ ফার্নান্দো দিনিজ। শেষ চারের লড়াইয়ে তাঁর দলের জয়ে একটি করে গোল করেছেন জন আরিয়াস এবং জন কেনেডি।
প্রথমার্ধ কাটে গোল শূন্য।
অবশেষে ৭১ মিনিটে ফ্লুমিনেসকে কাঙ্খিত গোল এনে দেন জন আরিয়াস।
রিয়াল মাদ্রিদের সাবেক তারকা মার্সেলো বক্সের মধ্যে ফাউল করায় পেনাল্টি পায় ফ্লুমিনেস। স্পটকিকে গোল করতে একদম ভুল হয়নি আরিয়াসের। এরপর খেলার একেবারে শেষ বেলায় (৯০ মিনিটে) লক্ষ্যভেদ করে ফ্লুমিনেসের জয় নিশ্চিত করেছেন জন কেনেডি। দক্ষিণ আমেরিকান চ্যাম্পিয়নদের হয়ে প্রতিপক্ষের গোলমুখে সুযোগ তৈরি করেছেন বর্ষীয়ান মার্সেলো।
অন্যদিকে নিজের রক্ষণদূর্গ দুর্দান্তভাবে আগলে রাখেন ডিফেন্ডার ফেলিপ মেলো এবং ৪৩ বছর বয়সী গোলরক্ষক ফাবিও। ফাবিও শান্ত থাকা এবং দুর্দান্ত পজিশনে ১৮টি গোলের প্রচেস্টা নস্যাৎ হয়ে যায় আল আহলির।
ফ্লুমিনেস দলে লাতিন আমেরিকার খেলোয়াড় ছিলেন ১১ জন, যাঁদের মধ্যে ৯ জনই ব্রাজিলিয়ান।
অন্যদিকে আল আহলিতে ১১ ফুটবলার ছিলেন আফ্রিকান যাঁদের মধ্যে ৯জ নই মিসরের।

ফুটবলপ্রেমী দর্শকদের ইচ্ছাপূরণ করলেন বিধায়ক

CANNING
MLA
2023 CUP
CANNING MLA CUP FOOTBALL TOURNAMENT
চাঁদমনি দাস ও বিহারীলাল দাস স্মৃতি ট্রফি
দিবারাত্রি
শুভ উদ্বোধনী ম্যাচ
২৩/১২/২৩
বিকেল ৪ টে,উদ্বোধনী অনুষ্ঠান
সন্ধ্যা ৬টা, প্রথম ম্যাচ

মাফরুজা মোল্লা ● ক্যানিং

আপনজন: ফুটবল প্রেমী দর্শকদের অনুরোধ রাখলেন খোদ ক্যানিং পশ্চিমের বিধায়ক পরেশরাম দাস।ফুটবল প্রেমী দর্শকদের অনুরোধে দিনের পরিবর্তে দিন-রাত ফুটবল টুর্ণামেন্ট করতে উদ্যোগ গ্রহণ করলেন।ক্যানিং পশ্চিমের বিধায়ক পরেশরাম দাসের উদ্যোগে আগামী ২৩ ডিসেম্বর ৮ দলের এক ফুটবল টুর্ণামেন্ট অনুষ্ঠিত হবে। খেলা চলবে আগামী ৩১ ডিসেম্বর পর্যন্ত। উল্লেখ্য ক্যানিং স্পোর্টস কমপ্লেক্স ক্রীড়াঙ্গনে অনুষ্ঠিত হবে এই টুর্ণামেন্ট।মাতলা ১ ,২ ও দিঘীরপাড় গ্রাম পঞ্চায়েতের উদ্যোগে মিঠাখালী প্রতিলিপি সংঘ আয়োজিত অষ্টম বর্ষের এই নক আউট ফুটবল টুর্ণামেন্টে দেশের বিভিন্ন প্রান্তের ৮ টি ফুটবল দল অংশগ্রহণ করবে।উল্লেখ্য ২০২২ এ বাংলাদেশের একটি ফুটবল দল অংশগ্রহণ করেছিল। এবার দেশের বিভিন্ন প্রান্তের ‘একতা গ্রুপ ক্যানিং’ , ‘তমলুক ব্ল্যাক হর্স এফসি’ , ‘এসটি-একাদশ লেকটাউন’ , ‘মামণি গ্রুপ পাঠচক্র’ , ‘খাজাবাবা ঘুটিয়ারী’ , ‘এআর-৭ সোদপুর’ , ‘তামিম বিল্ডার্স এন্ড গ্যালাক্সি ই-মল’ , ‘ঝাঁপা বাদশা পলিথিন কারখানা’ এই ৮ টি ফুটবল দল প্রতিযোগিতায় অংশ গ্রহণ করবে। প্রতিযোগিতার দুটি সেমিফাইলান অনুষ্ঠিত হবে ২৮ ও ২৯ ডিসেম্বর। ফাইনাল অনুষ্ঠিত হবে ৩১ ডিসেম্বর।প্রথম পুরষ্কার থাকছে ১০ লক্ষ টাকা,চাঁদমণি দাস ও বিহারীলাল দাস স্মৃতি সুদৃশ্য ট্রফি এবং মোটর বাইক।দ্বিতীয় পুরষ্কার ৮ লক্ষ টাকা,চাঁদমণি দাস ও বিহারীলাল দাস স্মৃতি সুদৃশ্য ট্রফি ও মোটর বাইক। এছাড়াও সেমিফাইনালে পরাজিত দুটি দলের জন্য ১ লক্ষ টাকা ও চাঁদমণি দাস ও বিহারীলাল দাস স্মৃতি সুদৃশ্য ট্রফি।এছাড়াও বিভিন্ন পুরষ্কার রয়েছে। এমন ফুটবল টুর্ণামেন্ট প্রসঙ্গে ক্যানিং পশ্চিমের বিধায়ক পরেশরাম দাস জানিয়েছেন, ‘ক্যানিংয়ের বুকে এমন বৃহত্তম ফুটবল টুর্ণামেন্ট অনুষ্ঠিত হচ্ছে তাতে করে আমরা গর্বিত।মূলত দিনের আলোয় খেলার জন্য সময় নির্ধারণ করা হয়েছিল।অগণিত ফুটবল প্রেমী দর্শকের অনুরোধে দিন-রাত করতে হয়েছে।এছাড়াও আগামীদিনে এই মাঠে যাতে করে আন্তর্জাতিক ফুটবল টুর্ণামেন্ট করা যায় সেই ব্যবস্থা করবো।’
টুর্ণামেন্ট কমিটির সভাপতি উত্তম দাস জানিয়েছেন, ‘আমাদের এই ‘চাঁদমণি দাস ও বিহারীলাল দাস স্মৃতি ফুটবল টুর্ণামেন্ট খেলার জন্য দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে অসংখ্য আবেদন এসেছিল। আমরা লটারীর মাধ্যমে ৮ টি দল বেছে নিয়েছি।সেই ৮ টি ফুটবল দল প্রতিযোগিতায় খেলবে। ’
টুর্ণামেন্ট কমিটির সম্পাদক সঞ্জয় বিশ্বাস জানিয়েছেন, ‘বিগত বছরগুলোর ন্যায় এবারও ফুটবল জ্বরে কাঁপছে ক্যানিং মহকুমা শহর।দিন-রাত খেলার জন্য অন্যান্য বছরের তুলনায় এবার ফুটবল খেলায় দর্শকের সংখ্যা কয়েকগুণ বাড়বে আশা করা যায়।’
অন্যদিকে আগামী ২৩ ডিসেম্বর ফুটবল টুর্ণামেন্ট উদ্বোধনের আগেই স্পোর্টস কমপ্লেক্স ফুটবল ময়দান কে ঝাঁ চকচকে করে তোলার কাজে হাত লাগিয়েছেন টুর্ণামেন্ট কমিটির সক্রিয় সদস্য শিলাদিত্য রায়,তন্ময় দেবনাথ,তপন জানা,প্রদীপ দাস,বিশ্ব দাস সহ অন্যান্যরা।

এই ছবি পোস্ট করেছেন ভারতের সাবেক ফাস্ট বোলার ইরফান পাঠান। যেখানে তিনি লিখেছেন, ‘আজ কে সবচেয়ে ধনী ক্রিকেটার হবেন? আমি মিচেল স্টার্ককে বেছে নেব।

আইপিএল নিলামে সবচেয়ে দামি পাঁচ ক্রিকেটার

আপনজন ডেস্ক: আইপিএলের ইতিহাসে আজ সবচেয়ে দামি ক্রিকেটার হয়ে গিয়েছিলেন অস্ট্রেলিয়া অধিনায়ক প্যাট কামিন্স। তিনি ভেঙে দিয়েছিলেন গত মৌসুমে স্যাম কারেনের রেকর্ড। তবে কামিন্সের সে রেকর্ড বেশিক্ষণ টিকতে দেননি মিচেল স্টার্ক। ঐতিহাসিক দিনে নেওয়া যাক আইপিএল নিলামের ইতিহাসে সবচেয়ে দামি ৫ খেলোয়াড়কে–

৫. বেন স্টোকস
১৬ কোটি ২৫ লাখ
চেন্নাই সুপার কিংস, ২০২৩

ইংল্যান্ড অলরাউন্ডার ও টেস্ট অধিনায়কের ভিত্তিমূল্য ছিল ২ কোটি রুপি। সানরাইজার্স হায়দরাবাদ, লক্ষৌ সুপার জায়ান্টস ও চেন্নাইয়ের ত্রিমুখী লড়াইয়ের পর তাঁকে ১৬ কোটি ২৫ লাখ রুপিতে কেনে চেন্নাই। তবে ২০২৩ সালে সর্বোচ্চ দামি দুজন খেলোয়াড়ের ভেতরে ছিলেন না তিনি। অবশ্য চোটের কারণে গত মৌসুমে মাত্র ২ ম্যাচ খেলেন স্টোকস। এ মৌসুমের আগে চেন্নাই ছেড়ে দেয় তাঁকে। এবার আইপিএলের নিলামে নিজেকে তোলেননি স্টোকস।

৪. ক্যামেরন গ্রিন
১৭ কোটি ৫০ লাখ
মুম্বাই ইন্ডিয়ানস, ২০২৩

গত মৌসুমে দ্বিতীয় সর্বোচ্চ দামি খেলোয়াড় ছিলেন ক্যামেরন গ্রিন। অস্ট্রেলিয়ান অলরাউন্ডারের ভিত্তিমূল্য ছিল ২ কোটি রুপি। দিল্লি ক্যাপিটালসের সঙ্গে লড়াইয়ে শেষ পর্যন্ত ১৭ কোটি ৫০ লাখ রুপিতে তাঁকে কেনে মুম্বাই। এবার নিলামের আগেই তাঁকে বেঙ্গালুরুর কাছে বিক্রি করে দিয়েছে তারা।

৩. স্যাম কারেন
১৮ কোটি ৫০ লাখ
পাঞ্জাব কিংস, ২০২৩

টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের ফাইনাল ও টুর্নামেন্ট–সেরা হয়ে নিলামে এসেছিলেন কারেন। তাঁরও ভিত্তিমূল্য ছিল ২ কোটি রুপি। তাঁকে নিয়ে মুম্বাইয়ের সঙ্গে লড়াই ছিল পাঞ্জাবের। শেষ পর্যন্ত ১৮ কোটি ৫০ লাখ রুপিতে তাঁকে দলে ভেড়ায় পাঞ্জাব, যেটি ছিল আইপিএলের ইতিহাসের সর্বোচ্চ। শুধু নিলামই নয়, সব মিলিয়েই আইপিএলের ইতিহাসের সবচেয়ে বেশি পারিশ্রমিক পাওয়া ক্রিকেটার হয়ে যান তিনি।

২. প্যাট কামিন্স
২০ কোটি ৫০ লাখ
সানরাইজার্স হায়দরাবাদ, ২০২৪

জাতীয় দলের জন্য গতবারের আইপিএল থেকে নিজেকে সরিয়ে নেন কামিন্স। এরপর জেতেন ওয়ার্ল্ড টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপ, ইংল্যান্ডে গিয়ে অ্যাশেজ ধরে রাখা দলকেও নেতৃত্ব দেন। সর্বশেষ ভারতের মাটিতেই অস্ট্রেলিয়াকে রেকর্ড ষষ্ঠবারের মতো শিরোপা জয়ে নেতৃত্ব দেন এ পেসার। ভারতে এবার তিনি ফিরছেন আইপিএলের ইতিহাসে সবচেয়ে দামি ক্রিকেটার হিসেবে।

১. মিচেল স্টার্ক
২৪ কোটি ৭৫ লাখ
কলকাতা নাইট রাইডার্স, ২০২৪

আজই আইপিএলের ইতিহাসের সবচেয়ে দামি খেলোয়াড় হয়েছিলেন কামিন্স। তবে অস্ট্রেলিয়া অধিনায়কের সে রেকর্ড বেশিক্ষণ টিকতে দেননি মিচেল স্টার্ক। ২৪ কোটি ৭৫ লাখ রুপিতে অস্ট্রেলিয়ান পেসারকে কিনে নিয়েছে কলকাতা। তাঁর ভিত্তিমূল্য ছিল ২ কোটি রুপি। শেষ পর্যন্ত গুজরাট টাইটানসের সঙ্গে তুমুল লড়াইয়ের পর নতুন ইতিহাস গড়ে কলকাতা।

আইপিএলে এবার আসছে বাউন্সারের নতুন নিয়ম

আপনজন ডেস্ক: সামনের আইপিএলেও দেখা যাবে নতুন একটি নিয়ম। ২০২৪ সাল থেকে ওভারপ্রতি দুটি বাউন্সার করতে পারবেন বোলাররা। এর আগে ভারতের ঘরোয়া টি-টোয়েন্টি টুর্নামেন্ট সৈয়দ মুশতাক আলী ট্রফিতে পরীক্ষামূলকভাবে এ নিয়ম চালু করা হয়েছিল, আগামী মৌসুম থেকে আইপিএলের প্লেয়িং কন্ডিশনেও এ পরিবর্তন আনা হচ্ছে। আইসিসির আন্তর্জাতিক টি-টোয়েন্টির প্লেয়িং কন্ডিশন অনুযায়ী, ওভারপ্রতি একটি বাউন্সার বা কাঁধসমান উচ্চতার শর্ট বলকে বৈধ বলে গণ্য করা হয়। এরপর থেকে ডাকা হয় নো বল। আইপিএলে সেটি বাড়িয়ে করা হচ্ছে দুটি। মানে ওভারে তৃতীয় বাউন্সারের ক্ষেত্রে ডাকা হবে নো বল। নতুন নিয়মে বোলাররা বাড়তি সুবিধা পাবেন, এমন মনে করেন এক সময় আইপিএলের নিলামে সবচেয়ে বেশি দামে বিক্রি হওয়া ভারতীয় পেসার জয়দেব উনাদকাট। ইএসপিএনক্রিক ইনফোকে তিনি বলেন, ‘আমার মনে হয় ওভারে দুটি বাউন্সার বেশ কাজে আসবে এবং আমার মনে হয় এটি এমন একটা ব্যাপার, যাতে বোলাররা ব্যাটসম্যানের ওপর সুবিধা পাবে। কারণ, ধরুন একজন স্লো বাউন্সার করল আগে ব্যাটসম্যান নিশ্চিত থাকত যে আর বাউন্সার আসবে না। তবে এখন ওভারের প্রথম অর্ধে আপনি যদি একটা স্লোয়ার বাউন্সার করেও থাকেন, আপনি আরেকটি করতে পারবেন।’ এরপর তিনি যোগ করেন, ‘যারা বাউন্সারে দুর্বল, তাদের আরও ভালো হতে হবে। বোলারদের বাড়তি একটি অস্ত্র থাকবে। ফলে আমার মনে হয়, ছোট একটি পরিবর্তনের বড় প্রভাব আছে। বোলার হিসেবে এ নিয়মটিকে বেশ গুরুত্বপূর্ণ মনে হয়।’ দ্বিতীয় বাউন্সারের নিয়ম ডেথ ওভারেও বেশ কার্যকরী হবে বলে মনে করেন ভারতের হয়ে ২২টি আন্তর্জাতিক ম্যাচ খেলা এ পেসার, ‘ফাস্ট বোলারদের জন্য ডেথ ওভারের বোলিং বেশ ইয়র্কার-কেন্দ্রিক হয়ে পড়ছিল। এখন এটি ইয়র্কার হতে পারে, স্লোয়ার বল হতে পারে এবং এক ওভারে দুটি বাউন্সার হতে পারে। আপনি যদি দ্বিতীয় বাউন্সারটি নাও করেন, ব্যাটসম্যান এরপরও ধারণা করতে পারে যে বোলার হয়তো আরেকটি বাউন্সার করবে।’
উনাদকাট এবারও উঠবেন আইপিএলের নিলামে, যেটি আজ দুবাইয়ে বাংলাদেশ সময় দুপুর ১-৩০ মিনিটে শুরু হবে। এবারের নিলামটিকে বলা হচ্ছে ‘মিনি অকশন’। বাউন্সারের নিয়ম বদলালেও গতবার যুক্ত হওয়া ‘ইমপ্যাক্ট প্লেয়ার’-এর নিয়ম থাকছে এবারও। এ নিয়মে ম্যাচের যে কোনো সময় একাদশের বাইরে থেকে একজন খেলোয়াড়কে নামানো যায়। এ নিয়ম অনুযায়ী, টসের সময় ইমপ্যাক্ট বদলি হিসেবে চারজনের নাম দিতে হয়, যার মধ্য থেকে একজন প্রতি ম্যাচে নামতে পারেন। অবশ্য একাদশে যদি চারজন বিদেশি খেলোয়াড় থেকে থাকে, তাহলে ইমপ্যাক্ট বদলি হিসেবে একজন ভারতীয়কে নিতে হবে। তবে এ নিয়মে দলগুলোর কাছে অলরাউন্ডারের মূল্য কমে গেছে একেবারেই। কারণ এ নিয়মের কারণে এখন একজন ব্যাটসম্যান ব্যাটিং করতে পারেন, পরে তাঁর জায়গায় আরেকজন বিশেষজ্ঞ বোলার হিসেবে নামতে পারেন। ভারতে জাতীয় নির্বাচনের কারণে ফ্র্যাঞ্চাইজিভিত্তিক এ লিগের সূচি এখনো ঘোষণা করা হয়নি। তবে ২২ মার্চ থেকে মে মাসের শেষ পর্যন্ত ১০ দলের এ লিগ হবে বলে জানা গেছে।

ঝাড়খণ্ডের ফার্স্ট ডিভিশন লিগ-এ সুযোগ পেলেন দক্ষিণ ২৪ পরগনার ৩ ক্রিকেটার

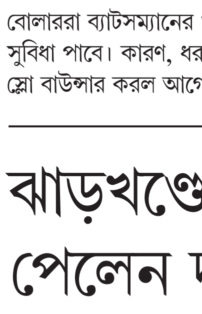

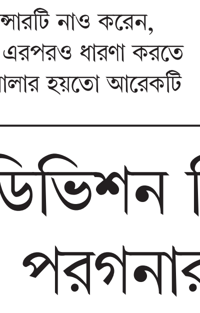

সাদ্দাম হোসেন মিদ্দে ● ভাঙড়

আপনজন: প্রতিবেশি ঝাড়খন্ড রাজ্যের ফার্স্ট ডিভিশন লিগ-এ সুযোগ পেলেন দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা জেলার ৩ ক্রিকেটার। সুযোগ প্রাপ্তরা হলেন ১৯ বছর বয়সী অলরাউন্ডার ফিরোজ আলম, ১৯ বছর বয়সী ব্যাটার সাজুল করিম ও ১৫ বছর বয়সী বোলার সৌম্য মন্ডল।
অলরাউন্ডার ফিরোজ আলম ও ব্যাটার সাজুল করিমের বাড়ী ভাঙড় এলাকায়, বোলার সৌম্য মন্ডলের বাড়ি ক্যানিং এলাকায়। ফিরোজ ও সাজুল ভাঙড় ক্রিকেট একাডেমি থেকে প্রশিক্ষণ নিচ্ছেন। ফিরোজ ও সাজুল দুজনই ভাঙড় মহাবিদ্যালয়ের পড়ুয়া। সৌম্য মন্ডল সোনারপুরের জ্যোতির্ময়ী ইংলিশ স্কুলে পাঠরত। জ্যোতির্ময়ী ক্রিকেট একাডেমি থেকে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করছেন তিনি। ফিরোজ, সাজুল ও সৌম্যদের কোচ আবু বক্কার মোল্লা আপনজন প্রতিনিধিকে বলেন, ঝাড়খন্ডের ফার্স্ট ডিভিশন লিগে দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা জেলার ৩ জন সুযোগ পেয়ে জেলাকে গর্বিত করেছে। ওদের কোচ হিসাবে আমিও গর্বিত এবং আনন্দিত। আমি আশাবাদী ওরা ভালো কিছু করবে।

মেসি ও কোহলিকে টপকে ‘সম্মানিত বোধ’ করছেন রোনাল্ডো

আপনজন ডেস্ক: লিওনেল মেসির সঙ্গে ক্রিস্টিয়ানো রোনাল্ডোর দ্বৈরথটা বেশ পুরনো। শিরোনামে আর্জেন্টাইন লিভিং লেজেন্ডকে ছাড়িয়ে যাওয়ার বিষয়টি বোধগম্য হলেও ভারতীয় ক্রিকেটার বিরাট কোহলির সঙ্গে পর্তুগিজ সুপারস্টারের যোগসূত্র দুর্বোধ্যই। খেলার মাঠে নয়; মেসি এবং কোহলিকে ‘সার্চ ইঞ্জিন’ গুগলের একটি রেকর্ডে টপকেছেন ক্রিস্টিয়ানো। পেঁছে গেছেন শীর্ষে। রেকর্ড গড়ার পর সোশ্যাল মিডিয়ায় আনন্দ প্রকাশ করেন সিআরসেভেন।
১৯৯৮ সালের ৪ঠা সেপ্টেম্বর যুক্তরাষ্ট্রের ক্যালিফোর্নিয়ায় প্রতিষ্ঠিত হয় টেকনোলজি কোম্পানি গুগল। গত সেপ্টেম্বরে আর্টিফিসিয়াল ইন্টিলিজেন্স কোম্পানিটির ২৫ বছর পূর্তি হয়। সেই সুবাদে গত ১২ই ডিসেম্বর ‘গুগলে সর্বোচ্চ সার্চ’-এর একটি সমীক্ষা প্রকাশ করেছে গুগল। এতে অ্যাথলেট ক্যাটাগরিতে লিওনেল মেসি এবং বিরাট কোহলিকে টপকে গেছেন রোনাল্ডো। অর্থাৎ, বিশ্বের সর্বাধিক খোঁজা অ্যাথলেট পর্তুগিজ সুপারস্টার। গুগলের ইতিহাসে সর্বাধিকবার খোঁজা অ্যাথলেট হয়ে নিজের এক্স হ্যান্ডেলে একটি ভিডিও প্রকাশ করেছেন ক্রিস্টিয়ানো রোনাল্ডো। সেখানে শিরোনামে লিখেন, ‘গুগলের ইতিহাসে সর্বাধিক সার্চকৃত অ্যাথলেট হয়ে সম্মানিতবোধ করছি।’ রোনাল্ডোর পোস্টকৃত ভিডিওর শুরুটা হয় ‘গুগুলের সব সময়ের সর্বাধিকবার সার্চকৃত অ্যাথলেট’ শিরোনাম দিয়ে। এরপরই ভেসে ওঠে ক্রিস্টিয়ানো রোনাল্ডোর আইকনিক ‘সুউউ’ সেলিব্রেশন। এরপর রোনাল্ডো ভক্তদের একইরকম গোল উদ্যাপনের ভিডিও যুক্ত করা হয়। শেষে ক্রিস্টিয়ানো নিজে বলেন ‘সুউউ’। স্প্যানিশ শব্দটির অর্থ- (কিছু অর্জনের পর দৃঢ়তার সঙ্গে) ইয়েস!

ব্রুইনা ও সালাহর চেলসি ছাড়ার কারণ বর্ণনা মরিনিওর

আপনজন ডেস্ক: নিজেদের সময়ের তো বটেই, প্রিমিয়ার লিগ ইতিহাসের সর্বকালের সেরার তালিকায় অনায়াসে জায়গা পাবেন কেভিন ডি ব্রুইনা ও মোহাম্মদ সালাহ। ডি ব্রুইনা ম্যানচেস্টার সিটির হয়ে এবং সালাহ লিভারপুলে নিজেদের শ্রেষ্ঠত্বের প্রমাণ দিয়েছেন। কিন্তু ডি ব্রুইনা বা সালাহ কারোরই প্রিমিয়ার লিগের প্রথম ক্লাব কিন্তু সিটি বা লিভারপুল নয়। এ দুজনই নিজেদের প্রিমিয়ার লিগ ক্যারিয়ার শুরু করেছিলেন চেলসির হয়ে। কিন্তু দুজনের কেউই চেলসিতে শেষ পর্যন্ত থিতু হতে পারেননি। ডি ব্রুইনা ২০১২ থেকে ২০১৪ সালের মধ্যে দুই মৌসুমে চেলসির হয়ে প্রিমিয়ার লিগে খেলেছিলেন মাত্র ৩ ম্যাচ, সব প্রতিযোগিতা মিলিয়ে ৯। আর ২০১৪ থেকে ২০১৬ সালে পর্যন্ত পর্যন্ত চেলসিতে থাকা সালাহ লিগে মাত্র ১৩ ম্যাচ খেলার সুযোগ পেয়েছেন, সব প্রতিযোগিতা মিলিয়ে যে সংখ্যা ১৯। চেলসিতে কোচ থাকার সময় ডি ব্রুইনা ও সালাহকে শিষ্য হিসেবে পেয়েছিলেন পর্তুগিজ কোচ জোসে মরিনিও।
সম্প্রতি প্রিমিয়ার লিগ ইতিহাসের দুই সেরা তারকাকে কেন চেলসি ধরে রাখতে পারেনি, তা নিয়ে কথা বলেছেন মরিনিওকে। এএস রোমার বর্তমান কোচ বলেন, নিজেদের ইচ্ছায়ই ক্লাব ছেড়েছিলেন ডি ব্রুইনা ও সালাহ। তবে ক্লাব বদলে দুজনের কেউই ভুল করেননি বলেও মন্তব্য করেন মরিনিও। সম্প্রতি ওবি ওয়ান পডকাস্টে মরিনিওর কাছে জানতে চাওয়া হয় ডি ব্রুইনা ও সালাহর ক্লাব ছাড়ার প্রসঙ্গে। জবাবে মরিনিও বলেন, ‘সত্যি কথা বলতে, তারা নিজেদের ইচ্ছায়ই ক্লাব ছেড়ে গিয়েছিল। তারা ক্লাব ছেড়েছিল, কারণ তারা অপেক্ষা করতে চায়নি। ইতিহাস প্রমাণ দিচ্ছে, তারা যে বিকল্প বেছে নিয়েছে, সেটা ঠিক ছিল। তাদের ক্যারিয়ারই সে কথা বলছে এবং তারা সর্বোচ্চ স্তরে পৌঁছেছে।’
তবে অধৈর্য হয়ে নেওয়া সিদ্ধান্ত শেষ পর্যন্ত ভুলও হতে পারত বলে মন্তব্য করেন মরিনিও, ‘অনেক সময় খেলোয়াড়েরা এ ধরনের সিদ্ধান্ত নেয়, কারণ তারা অপেক্ষা করতে চায় না কিংবা তাদের মধ্যে শান্ত থাকার এবং সঠিক সময়ের জন্য অপেক্ষা করার মতো ধৈর্য থাকে না। অনেক সময় তাদের ক্যারিয়ার ভুল পথেও চলে যায়।’

২০ মাস নিষিদ্ধ আফগান পেসার নাভিন

আপনজ ডেস্ক: মাঠের চেয়ে মাঠের বাইরের ঘটনায় বেশি শিরোনাম হন আফগানিস্তানের পেসার নাভিন উল হক। গত আইপিএলে ভারতীয় ব্যাটার বিরাট কোহলির সঙ্গে দ্বন্দ্বে জড়ান তিনি। যদিও পরে সেটা মিটেও যায় গত বিশ্বকাপে। এবার সংযুক্ত আরব আমিরাতের আইএল টি-টোয়েন্টি থেকে নাভিনকে ২০ মাসের নিষেধাজ্ঞা দেওয়া হয়েছে নাভিলকে।
ক্রিকেটভিত্তিক ওয়েবসাইট ইএসপিএন ক্রিকইনফো এক প্রতিবেদনে জানায়, আইএল টি-টোয়েন্টি টুর্নামেন্টের ফ্র্যাঞ্চাইজি শারজাহ ওয়ারিয়র্সের হয়ে এবারও খেলার কথা ছিল নাভিনের। তাকে তারা রিটেনশন লিস্টেও রেখেছিল। কিন্তু এরপর শারজাহর সঙ্গে চুক্তিতে স্বাক্ষর করতে অস্বীকার করেন নাভিন।
ইন্ডিয়ান প্রিমিয়ার লীগে (আইপিএল) লখনৌ সুপার জায়ান্টসের হয়ে খেলেন নাভিন। দক্ষিণ আফ্রিকার ফ্র্যাঞ্চাইজি টি-টোয়েন্টি টুর্নামেন্টে একই ফ্র্যাঞ্চাইজি মালিকের দল ডারবান সুপার জায়ান্টসের সঙ্গে চুক্তি করেছেন তিনি। যেটা শারজাহ ওয়ারিয়র্সের সঙ্গে চুক্তি ভঙ্গের শামিল।
এ বিষয়ে এক বিবৃতিতে আইএল টি-টোয়েন্টি কর্তৃপক্ষ জানায় ‘এই বছর শারজাহ নাভিনের কাছে একই শর্ত ও পরিস্থিতির কথা উল্লেখ করে রিটেনশন লিস্ট পাঠায়। কাঙ্ক্ষিত সাড়া না পেয়ে দলটি আইএল কর্তৃপক্ষকে বিষয়টি সমাধানের আহবান জানায়।
এরপর লীগটির প্রধান নির্বাহি ডেভিড হোয়াইটকে প্রধান করে গঠন করা হয় তিন সদস্যের একটি তদন্ত কমিটি।

একটি উচ্চমানের আদর্শ আবাসিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান
নাবাবীয়া মিশন
NABABIA MISSION
মাইনান*থানাকুল*হুগলী*পিন-৭১২৪০৬
২০২৪ শিক্ষাবর্ষে ভর্তি চলছে
আবাসিক শিক্ষক-শিক্ষিকা চাই
২০২৪ শিক্ষাবর্ষের জন্য আমরা সাফল্যের সহিত ২০০টি সিট করতে পেরেছি, যার মধ্যে ছাত্রী সংখ্যা বেশি।
২০২৪ শিক্ষাবর্ষের জন্য উচ্চমাধ্যমিক স্তরের জন্য বিষয় ভিত্তিক সমস্ত বিষয়ের আবাসিক শিক্ষক-শিক্ষিকা,অফিস স্টাফ(কম্পিউটার জানা বাধ্যতামূলক), রিসেপশনিস্ট ও সিকিউরিটি প্রয়োজন।আবেদনের জন্য আমাদের মিশনের নিম্নলিখিত ইমেইল আইডিতে বায়োডাটা পাঠান
ইন্টারভিউ - নভেম্বর।। নিয়োগ - ডিসেম্বরের ২০ তারিখের মধ্যে
সাম্মানিক: থাকা খাওয়া বাদে 10,000/- থেকে 15,000/- পর্যন্ত
বি, দ্রঃ বিভিন্ন বিভাগের আলাদা আলাদা সাম্মানিক
Email:nababiamission786@gmail.com // WhatsApp:9732381000

ভর্তি চলছে ভর্তি চলছে
গ্রীন মডেল অ্যাকাডেমি (উঃ মাঃ)
(দিলখোস অ্যাকাডেমি) (M.CAT - এর অন্তর্ভুক্ত)
প্রতিষ্ঠাতা
ইসহাক মাদানী
বালক
(পৃথক পৃথক ক্যাম্পাস)
বালিকা
নতুন শিক্ষাবর্ষে পঞ্চম থেকে নবম শ্রেণি পর্যন্ত ভর্তির ফর্ম ফিলাপ চলছে।
একটি উন্নতমানের আদর্শ আবাসিক / ডে-বোর্ডিং শিক্ষা প্রতিষ্ঠান
মাধ্যমিকে সাফল্যের কিছু মুখ
Mob : 7001167827, 8145862113, 9832248082, 9647812571
পথ নির্দেশিকা : জঙ্গীপুর-লালগোলা বাস রুটে, মহলদার পাড়া / কৃষ্ণশাইল বাস স্টপেজে নেমে ১ কিমি ত্রিমোহিনী মোড়।

মুদ্রক, প্রকাশক ও স্বত্বাধিকারী জাইদুল হক কর্তৃক ৯৪/২ কলিন স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০১৬ থেকে প্রকাশিত ও সমর প্রিন্টেক, ২৯ তপসিয়া রোড সাউথ, কলকাতা-৭০০০৪৬ থেকে মুদ্রিত। **সম্পাদকীয় দফতর:** আপনজন পাবলিকেশন, ৬ কিড স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০১৬। সম্পাদক: **জাইদুল হক।**
Printed, Published and owned by Zaidul Haque, Published from 94/2 Collin Street, Kolkata-700016, Printed at Samar Printech, 29 Topsia Road South, Kolkata-700046. **Editorial Office:** 6 Kyd Street, Kolkata-700016. M: 9748892902 **Editor: Zaidul Haque**